প্রবাসে বাংলার কথা বলে

ওয়েব নিউজ

শুক্রবার
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪
২৯ ভাদ্র ১৪৩১, ৯ রবিউল আউয়াল ১৪৪৫

বর্ষ ১। সংখ্যা ৪

যেভাবে শেখ হাসিনার পতন হলো ▸ ৬

বন্যার ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সক্ষমতা বাড়াতে হবে ▸ ৪

WEB NEWS TELEVISION

রেজি নং- W931028381 ● www.webnews24.fr

দুর্নীতির অভিযোগে ফেঁসে যাচ্ছেন তালহা, নজরুল ও শহীদুল

নিজস্ব প্রতিবেদক

দুর্নীতির অভিযোগে ফেঁসে যাচ্ছেন ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত খন্দকার মোহাম্মদ তালহা, কাতারে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত নজরুল ইসলাম ও ডেনমার্কে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত এ কে এম শহীদুল করিমসহ ১০টি দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসের ৩৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। তাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, রাষ্ট্রের অর্থ আত্মসাৎ, আর্থিক ক্ষতিসাধনসহ বিভিন্ন দুর্নীতি করার অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। এ বিষয়ে অনেক দিন ধরেই তার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হলেও সম্প্রতি প্রকাশ্যে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রদূত ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বিষয়ে কয়েক বছর আগে আসা অভিযোগের ভিত্তিতে বেশ কিছু তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন দুদকের গোয়েন্দা ইউনিটের সদস্যরা। সেই সব তথ্য-উপাত্তে অনিয়ম-দুর্নীতির সত্যতাও মিলেছে। অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে অভিযোগসংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রদূত ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মস্থলে যোগদানের তথ্য, দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা ও পূর্বের কর্মস্থল ও পদবি, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানাসহ চাকরিসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য চেয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মিশন অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে চিঠি দিয়েছে দুদক। তথ্য সরবরাহ করতে আগামীকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১-এর উপপরিচালক সৈয়দ নজরুল ইসলাম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এই চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, চীন, দুবাই, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, কানাডা, ফিলিপিন্সে বাংলাদেশি দূতাবাস/হাইকমিশনে কর্মরত রাষ্ট্রদূত, হেড অব চ্যান্সেলর/প্রধান কনস্যুলার, মন্ত্রণালয়ের সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ, সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগটি সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বর্তমান কর্মস্থল, পদবি, স্থায়ী ঠিকানা এবং বর্তমান ঠিকানা সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

চিঠিতে রাষ্ট্রদূতসহ ৩৮ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিষয়ে ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করতে বলা হয়েছে। চিঠিতে অভিযোগসংশ্লিষ্টদের নামের পাশে অভিযোগকালীন পদবি উল্লেখ করা হয়েছে। তালিকায় অভিযোগসংশ্লিষ্টরা হলেন ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত খন্দকার মোহাম্মদ তালহা (অভিযোগকালীন যুক্তরাজ্যের ডেপুটি রাষ্ট্রদূত), কাতারে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত নজরুল ইসলাম (সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের দায়িত্বে ছিলেন) ও ডেনমার্কে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত এ কে এম শহীদুল করিম (সৌদি আরবের জেদ্দায় কনস্যুলার জেনারেল ছিলেন), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মো. হালিমুজ্জামান (প্রথম সচিব), আব্দুল কাদের (গাড়িচালক), ডা. জাকির হোসেন খন্দকার (কাউন্সেলর), জসিম উদ্দিন (উপসচিব), কাজী মুনতাসির মোর্শেদ (সহকারী সচিব), আব্দুল লতিফ ফকির (পিও), আতিকুর রহমান (এমএলএসএস), ইব্রাহিম খলিল (স্টেনোটাইপিস্ট), আসগার হোসেন (সচিব), লুৎফর রহমান (প্রশাসনিক কর্মকর্তা), কামাল হোসেন (পিও)।

অভিযোগের তালিকায় আছেন আকরামুল কাদের (রাষ্ট্রদূত, ওয়াশিংটন), কামরুল আহসান (রাষ্ট্রদূত, অটোয়া, কানাডা), ইয়াকুব আলী (সাবেক রাষ্ট্রদূত), মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন (রাষ্ট্রদূত, ওয়াশিংটন), সামসুল আলম (কনস্যুলার, ওয়াশিংটন ডিসি), ড. এ কে এম আব্দুল মোমেন (কনস্যুলার, নিউইয়র্ক), শামীম আহসান (কনস্যুলার জেনারেল, নিউইয়র্ক), সুলতানা লায়লা হোসাইন (কনস্যুলার জেনারেল, লস এঞ্জেলস), আব্দুল হান্নান (রাষ্ট্রদূত, যুক্তরাজ্য), সরিফা খান (কনস্যুলার জেনারেল, বাণিজ্যিক), ফয়সাল আহম্মেদ (সহকারী রাষ্ট্রদূত, বাকিংহাম), শহীদুল ইসলাম (রাষ্ট্রদূত, সৌদি আরব), এ কে এম মোকাম্মেল হোসেন (কনস্যুলার লেবার উইং), সরোয়ার হোসেন (কনস্যুলার, লেবার উইং, রিয়াদ, সৌদি আরব), এম ফজলুল করিম (রাষ্ট্রদূত, চীন), এম দেলোয়ার হুসাইন (কনস্যুলার), তারেক আহম্মেদ (কনস্যুলার), রোজিনা আহমেদ (কনস্যুলার জেনারেল, ইতালি), নাফিসা মনসুর (ভাইস কনস্যুলার, ইতালি), শাহাদাত হোসেন (রাষ্ট্রদূত, ইতালি), শহীদুল ইসলাম (রাষ্ট্রদূত, ফ্রান্স), হযরত আলী খান (কনস্যুলার এবং হেড অব চ্যান্সেরি, ফ্রান্স), শামিম আহসান (রাষ্ট্রদূত, সুইজারল্যান্ড) এবং আলিমুজ্জামান (কনস্যুলার, সুইজারল্যান্ড)।

সম্প্রতি দুদকের উচ্চ পদস্থ এক কর্মকর্তা খবরের কাগজকে বলেন, 'দুর্নীতির অভিযোগ ২০১২ সালে কয়েকজন রাষ্ট্রদূতের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল দুদক। এরপর অনেক রাষ্ট্রদূতের বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ আসে।

অভিযোগের ভিত্তিতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে দুদকের গোয়েন্দা ইউনিট। ২০২০ সাল পর্যন্ত জমা হওয়া এসব অভিযোগ ও গোয়েন্দা প্রতিবেদন যাচাই-বাছাই করে বিভিন্ন দেশে থাকা রাষ্ট্রদূতসহ দূতাবাসের শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের সুপারিশসহ একটি তালিকা কমিশনে জমা দেয় যাচাই-বাছাই কমিটি (যাবাক)। প্রায় চার বছর পর এই তালিকার মধ্য থেকে ৩৮ জনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরুর নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। বাকিদের বিষয়ে শিগগিরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতে পারে।

ফ্রান্সের নতুন প্রধানমন্ত্রী মিশেল বার্নিয়েকে মনোনীত করার প্রতিবাদে রাজপথে নেমেছেন হাজারো মানুষ। ছবি : সংগৃহীত

ফ্রান্সে নতুন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে লাখো মানুষের বিক্ষোভ

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ফ্রান্সের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ডানপন্থী মিশেল বার্নিয়েকে মনোনীত করার প্রতিবাদে দেশটিতে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। রাজপথে নেমেছেন হাজারো মানুষ। আজ শনিবার সারা দিনে রাজধানী প্যারিসসহ বিভিন্ন শহরে শতাধিক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

মাস দু—এক আগে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে কোনো দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। তবে বেশির ভাগ আসন পেয়েছে বামপন্থীরা। তাই বামপন্থীদের এড়িয়ে একজন ডানপন্থীকে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য বেছে নেওয়ার প্রতিবাদেই এ বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও বামপন্থী দল। সম্প্রতি মিশেল বার্নিয়েকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ। ব্রেক্সিট বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষে একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বার্নিয়ে। যদিও তিনি বলেছেন, বামপন্থীসহ সব ধারার রাজনীতিকদের নিয়ে সরকার গঠন করতে চান তিনি।

গত ৮ সেপ্টেম্বর প্যারিসে বিক্ষোভে অংশ নেন কট্টর বামপন্থী ফ্রান্স আনবোয়েড পার্টির নেতা জাঁ—লুক মেলেশোঁ। সেখানে স্লোগান দিয়ে তিনি বলেন, গণতন্ত্রের জন্য মাখোঁর কূটকৌশল রুখে দিতে হবে। এ সময় সেখানে উপস্থিত অন্যদের 'গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে', 'নির্বাচন চুরি হয়ে গেছে'-এমন স্লোগান দিতে শোনা যায়। স্থানীয় সময় বিকেলের পরে বিক্ষোভ আরও জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

> ফ্রান্সের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে লুসি কাস্তেকে চেয়েছিল বামপন্থী দলগুলো। তা প্রত্যাখ্যান করেন মাখোঁ। তাঁর ভাষ্য ছিল, জাতীয় পরিষদে যদি আস্থা ভোটের আয়োজন করা হয়, তাহলে কাস্তের টিকে থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই।

ফ্রান্সের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে লুসি কাস্তেকে চেয়েছিল ফ্রান্সের বামপন্থী দলগুলো। তবে তা প্রত্যাখ্যান করেন মাখোঁ। তাঁর ভাষ্য ছিল, জাতীয় পরিষদে যদি আস্থা ভোটের আয়োজন করা হয়, তাহলে কাস্তের টিকে থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে আস্থা ভোট হলে হয়তো উতরে যাবেন মিশেল বার্নিয়ে। কারণ, জাতীয় পরিষদের ডানপন্থীরা জানিয়েছেন, তাঁরা বার্নিয়ের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন না। পরিষদে ডানপন্থীদেরও অনেক আসন রয়েছে। এ সমর্থনের কারণেও সমালোচনার মুখে পড়ছেন বার্নিয়ে। অভিযোগ করা হচ্ছে, সমর্থন পাওয়ার জন্য ডানপন্থীদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন তিনি।

ফ্রান্সের নতুন প্রধানমন্ত্রী মিশেল বার্নিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফ্রান্সের নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ মিশেল বার্নিয়ে। তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী গ্যাব্রিয়েল আত্তালের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। প্রায় দুই মাস আগে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনের পর দীর্ঘ অচলাবস্থা শেষে দেশটির জনপ্রতিনিধিরা বার্নিয়েকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেন।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ পার্লামেন্টে আসন পাওয়া রাজনৈতিক দল এবং সম্ভাব্য প্রার্থীদের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহের আলোচনা শেষে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ৭৩ বছর বয়সী মিশেল বার্নিয়ের নাম ঘোষণা করেন।

এরপর, গত বৃহস্পতিবার মিশেল বার্নিয়ে ফরাসি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন হোটেল ম্যাতিনিওতে পৌঁছে দেশটির সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী গ্যাব্রিয়েল আত্তালের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেন। আত্তাল মাত্র ৩১ বছর বয়সে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি মাত্র আট মাস প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেও সামনের দিনগুলো মিশেল বার্নিয়ের জন্য খুব একটা সুখকর হবে না। কারণ, ফরাসি পার্লামেন্টে কোনো দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি সরকার গঠনের জন্য। ফলে তাঁর আশু কাজ হবে এমন একটি সরকার গঠন করা, যা তিনটি বড় রাজনৈতিক জোটে বিভক্ত ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে টিকে থাকতে পারে। কারণ এরই মধ্যে মধ্য-বাম সমাজবাদীরা অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে তাঁর নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করার পরিকল্পনা করছে।

বার্নিয়ে বলেন, ফ্রান্স একটি গুরুতর মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছে এবং তিনি খুব বিনয়ের সঙ্গে এর মুখোমুখি হতে চান। তিনি আরও বলেন, সব রাজনৈতিক পক্ষকে সম্মান করতে হবে, তাদের কথা শুনতে হবে এবং আমি বলতে চাইছি, আগামী দিনে আমাদের শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ক্ষোভ ও পরিত্যক্ত হওয়ার অনুভূতি এবং অন্যায়ের প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে।

ফ্রান্সে বাংলাদেশীদের কাছে মোটরসাইকেল পার্টসের বিশ্বস্ত দোকানের নাম এস এ ওয়ার্ল্ড।
এখানে সকল ধরনের মোটরসাইকেল এবং স্কুটারে পার্টস পাইকারি ও খুচরা বিক্রি করা হয় ।

এছাড়াও রয়েছে- ইমিগ্রেড ফাইল জমা, রন্দেভু নেওয়া, Urssaf, KABIS, ফুড ডেলিভারি আইডি আবেদন, মোটর সাইকেলের নাম পরিবর্তন , ইন্সুরেন্স ,অনলাইন ব্যাংক একাউন্ট খোলা এবং দক্ষ কারিগর দ্বারা স্কুটার সার্ভিসিং করা হয় ।

210 Rue La Fayette 75010 Paris. 0979246592 / 0744116958
সকাল 10.00 থেকে 22.00 পর্যন্ত খোলা

Cours
Particulier
de Conduite

সহজেই ড্রাইভিং শেখার সুযোগ! আমাদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ সেবা দিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত এবং আত্মবিশ্বাসিত চালক হিসেবে পরিণত করুন।

MOHAMMED AHMED SALIM
Director : safe drive auto ecole
134 rue Paul doumer 78510 triel sur seine.
Bereau : 12 rue berthier 93500 pantin.
Pn : 0754215367(only wWhatsApp).

Permis avec Salim

পেশাদার এবং অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত

শুক্রবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪
২৯ ভাদ্র ১৪৩১
প্রবাসে বাংলার কথা বলে
ওয়েব নিউজ

ধর্ষণের মামলায় বেসামাল ফ্রান্সের পুরো একটি গ্রাম

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

একটি বিচারাধীন মামলায় অভিযোগ উঠেছে অন্তত ৫১ জন পুরুষের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছেন ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত মধ্যযুগীয় গ্রাম মাজানের গিসেল পেলিকট। সবচেয়ে ভয়ংকর তথ্য হলো, এসব ধর্ষণের জন্য নিজের সাবেক স্বামী ডমিনিক পেলিকটকে অভিযুক্ত করেছেন গিসেল। ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর অ্যাভিগননের প্যালেস অব জাস্টিসে মামলাটির বিচার চলছে। গত ১০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই মামলা মাজানসহ ফ্রান্সের বিপুলসংখ্যক মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

বর্তমানে ৭২ বছর বয়সী গিসেল তাঁর সাবেক স্বামীর দ্বারা এক দশকজুড়ে দুর্ব্যবহারের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। দাবি করেছেন, সাবেক স্বামী তাঁকে মাদকাসক্ত করে অন্তত ৮০ জন পুরুষের দ্বারা যৌন আক্রমণের চিত্র ধারণ করেছেন।

বিবিসি জানিয়েছে, গুরুতর ওই অপরাধের মামলাটিকে শক্তিশালী রূপ দেওয়ার জন্য নিজের নাম প্রকাশ না করার শর্ত পরিত্যাগ করেছিলেন গিসেল পেলিকট। এই বিচার এখন ছিমছাম মাজান গ্রামটিতে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। এই গ্রামেই গিসেল এবং তাঁর স্বামী ডমিনিক থাকতেন। মামলাটির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ওই গ্রামের বাসিন্দারা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন। কারণ গিসেলকে ধর্ষণের দায়ে যেসব অভিযুক্তের নাম বেরিয়ে আসছে তাঁদের অনেকেই চেনাজানা এবং কাছাকাছি এলাকার বাসিন্দা। তা ছাড়া অভিযুক্তদের পরিচয় জনসমক্ষে প্রকাশ করার ফলে গ্রামটিতে হয়রানি ও উত্তেজনাও বেড়েছে। গ্রামবাসী কাকে বিশ্বাস করবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় নারীরা আশঙ্কা ও হতাশা প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, কিছু সন্দেহভাজনের নাম এখনো অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

মাজানের মেয়র লুই বননেট অবশ্য গ্রামের সুনাম রক্ষার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি দাবি করেছেন, অভিযুক্তদের বেশির ভাগই গ্রামের বাইরের মানুষ। তবে তাঁর এমন মন্তব্যও এখন সমালোচনায় বিদ্ধ হচ্ছে। সমালোচকেরা বলছেন, গিসেল পেলিকটের আঘাতের তীব্রতাকে খাটো করে দেখছেন মেয়র।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মামলাটিকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার আদালতের ভেতরেও উত্তেজনা বিরাজ করেছে। অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজনকে ইতিমধ্যেই হেফাজতে রাখা হয়েছে। আদালতের তাঁদেরকে একটি কাচের দেয়াল ঘেরা স্থানে রাখা হয়েছিল। ফরাসি আইন অভিযুক্তদের পরিচয় গোপন রাখার নিশ্চয়তা দিলেও তাঁদের কেউ কেউ মুখোশ বা হুডযুক্ত পোশাক দিয়ে তাদের মুখ লুকানোর চেষ্টা করেছে।

বিবিসি আরও জানিয়েছে, মামলাটি ফ্রান্সের বৃহত্তর সামাজিক সমস্যার একটি প্রতীক হয়ে উঠেছে। গিসেল পেলিকোটের সাহসিকতাও ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। অধিকারকর্মীরা বিভিন্ন স্লোগানের মাধ্যমে তাঁর প্রতি সমর্থন প্রকাশ করছেন।

বরিশালেল বিএম কলেজের সমন্বয়ককে কুপিয়ে জখম

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

বরিশাল বিএম কলেজে ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক সাগর মৃধাসহ (২৩) তিনজনকে কুপিয়ে জখমের ঘটনা ঘটেছে। গত ১০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার রাতে নগরীর কলেজ অ্যাভিনিউ পুকুর পাড়ে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে নগরীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাতে সাগর মৃধা ও তাঁর দুই বন্ধু বাসায় যাচ্ছিলেন। এ সময় আগে থেকেই ওত পেতে থাকা কালা মাসুদসহ ২০—২৫ জন তাঁদের এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে। তাঁদের চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

এ বিষয়ে বিএম কলেজের সমন্বয়ক জিয়াউর রহমান নাঈম আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'সন্ত্রাসী কালা মাসুদের নামে হত্যা, ডাকাতিসহ একাধিক মামলা রয়েছে। এ রকম একটা সন্ত্রাসী কীভাবে প্রকাশ্যে থাকে?'

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'কোপানোর ঘটনা শুনেই ঘটনাস্থল পুলিশ পাঠিয়েছি। কালা মাসুদকে গ্রেপ্তার করতে আমাদের একাধিক টিম মাঠে কাজ করছে। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।'

ইউনূসকে অভিনন্দন জানিয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের চিঠি

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন। এছাড়া, বাংলাদেশ সরকারকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানানোর কথাও জানিয়েছেন তিনি।

প্রধান উপদেষ্টা বরাবর লেখা এক চিঠিতে এ অভিনন্দন জানান ম্যাক্রন।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট তার চিঠিতে লেখেন, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। যেহেতু বাংলাদেশে এখন নতুন রূপান্তর এসেছে, আপনার নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে দেশের শান্তি ও জাতীয় পুনর্মিলন নিশ্চিতের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করা। আপনি এরই মধ্যে এ বিষয়ে যে বার্তা পাঠিয়েছেন আমি তাকে স্বাগত জানাই।'

চিঠিতে ম্যাক্রন আরও লেখেন, 'আপনার দেশ কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জেনে রাখুন, আপনি ফ্রান্সের সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আমি বিশেষভাবে আশা করি, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে ক্রমাগত শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আমাদের যৌথ কাজ মানবাধিকার এবং সংখ্যালঘুদের প্রতি সম্মান, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মতো অপরিহার্য বিষয়গুলো চলবে '

ফ্রান্স আপনার সঙ্গে কাজ করার জন্য উন্মুখ বলেও তিনি উল্লেখ করেন এ চিঠিতে।

উল্লেখ্য, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। এরপর গত ৮ আগস্ট রাতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেন শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

টেলিগ্রাম সিইও পাভেলের কাছে ফরাসি পাসপোর্ট, যা বললেন মাখোঁ

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

সংঘবদ্ধ অপরাধী গোষ্ঠীর পক্ষে তৎপরতা চালানোর অভিযোগে ফ্রান্সে আটক হয়েছেন টেলিগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) পাভেল দুরভ। জামিন পেলেও ফ্রান্স ছাড়ার অনুমতি পাচ্ছেন না তিনি।

বেশ কয়েকটি দেশের পাশাপাশি ফ্রান্সের পাসপোর্টও রয়েছে পাভেলের।

এমন পরিস্থিতিতে চাপে পড়েছে ফরাসি সরকার। তবে নিয়ম মেনেই পাভেলকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ। শুক্রবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে আল জাজিরা।

সার্বিয়া সফররত মাখোঁ বলেন, 'টেলিগ্রামের সিইও পাভেল দুরভকে ফরাসি নাগরিকত্ব দেওয়ার বিষয়টিতে কোনো ভুল ছিল না। বস্তুত, পাভেল জন্মগতভাবে রাশিয়ার নাগরিক। কিন্তু তার কাজের জন্য ফ্রান্স তাকে ফরাসি নাগরিকত্ব দিয়েছিল।'

তিনি আরো বলেন, 'যারা ফরাসি ভাষা রপ্ত করে নিতে পারেন এবং কাজের জগতে বিশেষ অবদান রাখতে পারেন, তাদের ফরাসি নাগরিকত্ব দেয়া হয়। পাভেলের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। ফলে এখন যারা তাকে নাগরিকত্ব দেয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, আমি তাদের সঙ্গে একমত নই।'

২০১৩ সালে টেলিগ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন পাভেল দুরভ। রাশিয়া, ইউক্রেন ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোয় এ অ্যাপ বেশ জনপ্রিয়। রুশ সরকারের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে ২০১৪ সালে রাশিয়া ছেড়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত চলে যান। সেখান থেকেই টেলিগ্রাম পরিচালিত হয়। মাঝখানে ২০১৮ সালে টেলিগ্রাম নিষিদ্ধ করলেও ২০২১ সালে সেটা প্রত্যাহার করে রুশ সরকার।

পাভেল বিভিন্ন সময় বলে এসেছেন, টেলিগ্রাম নিরপেক্ষ সামাজিক যোগাযোগের প্ল্যাটফর্ম। তিনি এও দাবি করেছেন, রাশিয়ার হস্তক্ষেপ থেকে বাঁচতে তিনি দেশ ছেড়ে চলে যান। তবে বিভিন্ন দেশের দাবি, টেলিগ্রাম জঙ্গি, সন্ত্রাসী ও অপরাধীরা নিরাপদে ব্যবহার করে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। কারণ, এ অ্যাপ ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তা রক্ষায় সর্বোচ্চ জোর দেয়।

এদিকে ফ্রান্সে পাভেলের আটকের ঘটনায় মুখ খুলেছে রাশিয়া। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন, পাভেল ষড়যন্ত্রের শিকার।

ফ্রান্সকে হুশিয়ারি দিয়ে পেসকভ জানিয়েছেন, 'রাজনৈতিক কারণে' পাভেলের এই গ্রেপ্তার রাশিয়া কোনোভাবেই বরদাশত করবে না।

অন্য আরেক সূত্র বলছে, পাভেল সংযুক্ত আরব আমিরাতেরও নাগরিক। আমিরাত সরকার জানিয়েছে, পাভেলের আটকের পুরো ঘটনায় গোটা বিষয়টির দিকে নজর রাখা হচ্ছে এবং ফ্রান্সের সরকারের সঙ্গে ইতোমধ্যেই যোগাযোগ করা হয়েছে।

ফ্রান্সে নিরক্ষর অভিবাসীদের যেসব প্রতিবন্ধকতা পেরোতে হয়

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ইউরোপ এবং ফ্রান্সে আসা শরণার্থী এবং অভিবাসীদের মধ্যে অনেকেই নিজ দেশে কখনো স্কুলে যাননি কিংবা প্রতিষ্ঠানিক পড়াশোনা করেননি। তাদের মধ্যে অনেকেই ফরাসি ভাষায় কথা বলতে পারলেও পড়তে বা লিখতে জানেন না। যেটি ফরাসি সমাজে ইন্টিগ্রেশননের পথে বড় প্রতিবন্ধকতা।

ফ্রান্সে প্রায় এক শতাংশ নিরক্ষর মানুষ রয়েছে। এসব ব্যক্তিরা প্রায়শই অন্যদের চেয়ে দুঃসহ পরিস্থিতিতে থাকেন বলে ধারণা করা হয়।

প্যারিসের ১৩তম অ্যারোন্ডিসমেন্টের পোর্ত দ্যো সোয়াজিতে অবস্থিত সংস্থা 'ফ্লো এ কোম্পানি'। এই সংস্থাটি নিরক্ষর অভিবাসীদের ফরাসি ভাষা শেখায়। মঙ্গলবার (২৩ জুন) সংস্থার কয়েকটি কার্যক্রম পরিদর্শন করে ইনফোমাইগ্রেন্টস।

সাদা এবং সবুজ দেয়ালের একটি কক্ষের মাঝখানে রাখা বড় টেবিলের চারপাশে পাঁচজন শিক্ষার্থী ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডি ডিপ্লোমা (ডেলফ) পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অনুশীলন করছে।

শ্রেণিকক্ষটিতে থাকা শিক্ষার্থীরা ১০০ শব্দের মধ্যে তাদের পছন্দের শহর এবং তাদের দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব বর্ণনা করতে হবে এমন লিখিত ধাপের উপর প্রস্তুতি নিচ্ছেন ।

মৌরিতানীয় অভিবাসী সিবি (ছদনাম) ২০১৮ সালে ফ্রান্সে এসেছিলেন। শুরুর দিকে বৃহত্তর প্যারিস অঞ্চলের মুরু এলাকায় এক আত্মীয়ের সঙ্গে কয়েকমাস বসবাস করেছিলেন। ফ্রান্সের লে ইভলিন ডিপার্টমেন্টের ওই শহরে সিবির বেশ কিছু প্রিয় প্রিয় স্মৃতি রয়েছে।

অনুশীলনে তিনি স্মৃতি থেকে লিখিত ধাপ বর্ণনার চেষ্টা করছিলেন। তার পাশে ছিলেন আরেক অভিবাসী মরিয়ম। যিনি আফ্রিকার দেশ মালির একটি উৎসবকে তার শেখা ফরাসি শব্দভাণ্ডার দিয়ে প্রকাশের চেষ্টা করছিলেন।

এই সংস্থায় শিক্ষার্থীদের সবাই বিদেশি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক। তারা তাদের নিজ দেশে খুব কম দিন স্কুলে গিয়েছেন বা কখনো স্কুলে যাননি। যদিও কিছু শিক্ষার্থী ক্লাস শুরু করার সময় অসুবিধা ছাড়াই মৌখিকভাবে ফরাসি কথা বলছিলেন কিন্তু তাদের লেখার সক্ষমতা ছিল না।

অ্যাসোসিয়েশনটির প্রতিষ্ঠাতা এবং শিক্ষক এমানুয়েল গোদার ইনফোমাইগ্রেন্টসকে বলেন, যারা জীবনে পাঁচ বছরের কম সময়ের জন্য স্কুলে গিয়েছেন বা একবারেই যাননি তাদেরকে আমরা 'নিরক্ষর' বিবেচনা করে সাক্ষরতা কোর্সে ভর্তি করি।

তিনি ২০১৩ সালে অভিবাসীদের ফরাসি ভাষা শেখাতে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ফরাসি পরিসংখ্যান দপ্তর লিনসের মতে, বর্তমানে ৭ থেকে ৬৫ বছর বয়সি ফরাসিদের মধ্যে এক শতাংশ মানুশ নিরক্ষর। তবে ভালোভাবে লিখতে এবং পড়তে পারেন না এমন লোকেদের সংখ্যা ৭ শতাংশ। অপরদিকে, অভিবাসীদের মধ্যে এই হার অনেক বেশি।

এমানুয়েল গোদার ব্যাখ্যা করেন, "পড়তে এবং লিখতে না পারা অভিবাসীদের জন্য ফ্রান্সে 'ইন্টিগ্রেশন' বা সমাজে আত্মীকরণ করা বেশ জটিল। কারণ আশ্রয় আবেদন থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি কাজে ফরাসি ভাষায় লিখতে ও পড়তে হয়। এছাড়া পরিবহন থেকে শুরু করে বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া এবং নির্মাণখাতে কাজ করতেও বিভিন্ন নির্দেশতা পড়তে হয়।"

সেনেগালিজ অভিবাসী আমিনাতা ২০২৩ সালের মার্চ মাসে ফ্রান্সে 'শরণার্থী' মর্যাদা পান। এই অভিবাসীকে তার বয়সের তুলনায় ১০ বছরের বেশি ছোট দেখায়। তিনি একটি বিউটিশিয়ান প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন করেছিলেন। কারণ তিনি তার দেশে এই পেশায় ছিলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকায় তিনি প্রশিক্ষণটিতে ভর্তি হতে পারেননি।

এই নারী অভিবাসীর মাতৃভাষা ফুলানি। তিনি সেনেগালের ফরাসি স্কুলে কয়েক বছর ধরে পড়াশোনা করলেও সেখানে লিখতে শেখেননি। আগামী সেপ্টেম্বর থেকে এই সাবেক হেয়ারড্রেসার ফরাসি লিখতে ও পড়তে পারার জন্য নির্ধারিত এফএলই কোর্স শুরু করবেন।

তার আশা তিনি ফরাসি ডিপ্লোমা ডেলফ পাস করলে তার কাজ খুঁজে পেতে সহজ হবে।

অপর অভিবাসী সিবিও আশা করেন, পড়তে এবং লিখতে শেখা তার ফ্রান্সের জীবনকে আরও সহজ করে তুলবে। এই ২৮ বছর বয়সি মৌরিতানিয়ান নীল স্পোর্টস জ্যাকেট পরিহিত অবস্থায় সর্বদা সোনিঙ্কে ভাষায় ফোনে সঙ্গে তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

ফরাসি ছিল তার কাছে বিদেশিদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের ভাষা। তিনি কিছুদিন স্কুলে গেছিলেন। পরে তিনি স্বীকার করেন, "আমাকে সেখানে যাওয়া বন্ধ করতে হয়েছিল কারণ আমার পরিবারের জন্য খুব ব্যয়বহুল ছিল।"

২০১৮ সালে ফ্রান্সে আগমনের পর থেকে পড়তে এবং লিখতে পারার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি বুঝতে পারেন এই অভিবাসী। সিবি ফ্রান্সে আশ্রয় মর্যাদা পাননি। তবে তার আশা তিনি ফ্রান্সে একদিন নিয়মিত হবেন। বর্তমানে তিনি চাকরি খুঁজছেন।

তিনি বলেন, 'কিন্তু আপনি যদি পড়তে এবং লিখতে না পারেন তাহলে অনলাইনে চাকরি খোঁজা জটিল। যদি খুঁজেও পাওয়া যায় তাহলে কাজের চুক্তিটি বিস্তারিত পড়তে পারবেন না। এটি বুঝতে আপনাকে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।"

ড. ইউনূসের সঙ্গে ফরাসি রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে সমর্থন দেবে ফ্রান্স

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ফ্রান্স দেশ পুনর্গঠনে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে সমর্থন দিতে প্রস্তুত আছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসদুপুই। সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এ আশ্বাস দেন তিনি।

রাষ্ট্রদূত বলেন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ প্রধান উপদেষ্টাকে তাঁর সুবিধাজনক সময়ে ফ্রান্স সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে নিহত ছাত্র-জনতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন রাষ্ট্রদূত।

এ সময় অধ্যাপক ইউনূস বলেন, ছাত্রদের নেতৃত্বে সংগঠিত গণবিপ্লব অন্তর্বর্তী সরকারকে দেশ পুনর্গঠনের নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে। তিনি বলেন, 'দেশ পুনর্গঠন একটি বড় কাজ। তবে আমরা এটিকে বড় সুযোগ হিসেবে দেখছি। যদি আমরা এই সুযোগকে ব্যবহার করতে না পারি, তাহলে এটি আমাদের জন্য বড় ব্যর্থতা হবে।'

ম্যারি মাসদুপুই বলেন, ফ্রান্স এরই মধ্যে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সঙ্গে কাজ করছে।

কানাডাকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহবান জানালেন ইউনূস : প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে পুনর্গঠনে সহায়তা করার জন্য কানাডাকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহবান জানিয়েছেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার লিলি নিকোলস বুধবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে প্রধান উপদেষ্টা এ আহবান জানান।

প্রফেসর ইউনূস সে দেশের শীর্ষ রাজনীতিবিদ, উন্নয়ন সংস্থাসহ কানাডার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সম্পর্কের কথা স্মরণ করে বলেন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে তাঁর সরকারের কানাডার সহায়তা প্রয়োজন।

আসিয়ানের সদস্য পদ পেতে মালয়েশিয়ার সমর্থন চান ড. ইউনূস : ড. মুহাম্মদ ইউনূস আসিয়ানের সদস্য পদ পেতে মালয়েশিয়ার সমর্থন চেয়েছেন। গতকাল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার হাজনা মো. হাশিম প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এ সমর্থন চান। এ সময় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ আসিয়ান ও সার্কের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করতে পারে।

ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ড যাওয়ার পথে ১২ অভিবাসীর মৃত্যু

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ফ্রান্স থেকে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ইংল্যান্ড যাওয়ার সময় নৌকাডুবে অন্তত ১২ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, নিহতদের মধ্যে ছয়জন শিশু ও একজন গর্ভবতী নারীও ছিলেন। ফরাসি উপকূলের বুলন-সুর-মে শহর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল) দূরে উইমেরু শহরে কয়েক ডজন যাত্রী নিয়ে তাদের নৌকাটি সমস্যায় পড়ে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

ফরাসি কর্তৃপক্ষ জানায়, জরুরি পরিষেবা চালু রয়েছে এবং জরুরি চিকিৎসা সহায়তা সরবরাহ করা হয়েছে। ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইভেট কুপার এই ঘটনাকে 'ভয়ঙ্কর ও গভীর দুঃখজনক' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, 'মানুষের জীবনে এই ভয়ঙ্কর এবং নির্দয় বাণিজ্যের পেছনে থাকা চক্রগুলো নিজেদের মুনাফা ছাড়া অন্য কিছুর পরোয়া করে না।'

অভিবাসীদের কঠোর বার্তা দিলেন ফ্রান্সের নতুন প্রধানমন্ত্রী

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

মিশেল বার্নিয়ে ফ্রান্সের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোর কিছু নীতি তিনি বাস্তবায়ন করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

এছাড়া অভিবাসীদের বিষয়ে কোনো ছাড় দেবেন না বলেও জানিয়েছেন। খবর আল জাজিরা

শুক্রবার (০৬ সেপ্টেম্বর) মিশেল বার্নিয়ে বলেন, সংসদের নিম্নকক্ষে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া নিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে চায় তার সরকার।

এক্ষেত্রে তিনি অতি রক্ষণশীলদের ম্যাক্রোর দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করবেন।

সরকার গঠনে বামসহ অন্যান্য দল সহযোগিতা করায় নতুন প্রধানমন্ত্রী তাদের স্বাগত জানিয়েছেন। বলেছেন, কারো জন্য বাধা নেই, সবার জন্য দরজা খোলা রয়েছে। যে কেউ এতে যোগ দিতে পারেন।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো পার্লামেন্টে আসন পাওয়া রাজনৈতিক দল ও সম্ভাব্য প্রার্থীদের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহের আলোচনা শেষে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ৭৩ বছর বয়সী মিশেল বার্নিয়ের নাম ঘোষণা করেন।

গত বৃহস্পতিবার মিশেল বার্নিয়ে ফরাসি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন হোটেল ম্যাতিনিওতে পৌঁছে দেশটির সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী গ্যাব্রিয়েল আত্তালের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেন।

আত্তাল মাত্র ৩১ বছর বয়সে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি মাত্র ৮ মাস প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ভূমধ্যসাগর থেকে বাংলাদেশিসহ ২৮৯ অভিবাসীকে উদ্ধার

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ভূমধ্যসাগরে সক্রিয় জার্মান এনজিও সি-ওয়াচ ভূমধ্যসাগরে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকা কয়েকটি নৌকা থেকে বিভিন্ন দেশের ২৮৯ জন অনিয়মিত অভিবাসীকে উদ্ধার করেছে।

শনিবার (৩১ আগস্ট) চারটি আলাদা অভিযানে ভূমধ্যসাগরের আন্তর্জাতিক জলসীমা ও লিবিয়া উপকূলে ঝুঁকিতে থাকা মোট ২৮৯ জন অনিয়মিত অভিবাসীকে উদ্ধার করেছে এনজিও সি-ওয়াচ ইন্টারন্যাশনালের উদ্ধার জাহাজ সি-ওয়াচ ৫।

সি-ওয়াচ কর্তৃপক্ষ সোমবার (২সেপ্টেম্বর) ইনফোমাইগ্রেন্টসকে জানিয়েছে, লিবিয়ার ত্রিপোলি থেকে প্রায় ৪০ নটিক্যাল মাইল উত্তর-পশ্চিমে ৪টি আলাদা উদ্ধার অভিযানে অভিবাসীদের সবাইকে উদ্ধার করা হয়।

সি-ওয়াচ আরো জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ১৩ জন নারী, ১২ বছরের কম বয়সি ১২ জন শিশুসহ মোট ৩৮ জনজন অপ্রাপ্তবয়স্ক অভিবাসী রয়েছেন। অভিবাসীদের বেশিরভাগই বাংলাদেশি ও সিরীয় নাগরিক।

ইটালি কর্তৃপক্ষ অভিবাসীদের নিয়ে দেশটির সিভিটাভেকিয়া বন্দরে যেতে সি-ওয়াচ ৫ জাহাজকে অনুমতি দিয়েছে। যেটি উদ্ধার অঞ্চল থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। যদিও জাহাজটি কাছাকাছি কোনো বন্দরে অভিবাসীদের নামাতে অনুমতি চেয়েছিল।

জাহাজটি অভিবাসীদের মঙ্গলবার (৩ সেপ্টেম্বর) সিভিটাভেকিয়া বন্দরে পৌঁছানোর আশা করছে বলে ইনফোমাইগ্রেন্টসকে জানিয়েছে।

সিভিটাভেকিয়া ইটালির লাজিও অঞ্চলের একটি শহর। যেটি টাইরহেনিয়ান সাগর এবং টোলফা পর্বতমালার মধ্যে রাজধানী রোমেই কাছেই অবস্থিত। এটি সার্ডিনিয়া এবং কর্সিকা সমুদ্রবন্দরে যাওয়ার সংযোগস্থল।

সি-ওয়াচ জানিয়েছে, দীর্ঘ ও অপ্রয়োজনীয়ভাবে দূরবর্তী বন্দর নামানোর অনুমতি উদ্ধার জাহাজের ক্রুদের উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করে। এটি ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের উদ্ধার করা থেকে বিরত রাখে। উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে এক তরুণকে ইতিমধ্যেই জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক অভিবাসন পথগুলোর মধ্যে একটা হলো সেন্ট্রাল ভূমধ্যসাগরীয় রুট। ইটালির পার্লামেন্ট ২০২৩ সালে একটি ডিক্রি অনুমতি দেয়। প্রধানমন্ত্রী জর্জা মেলোনি সরকারের জারি করা এই আইনে ভূমধ্যসাগরে একটি উদ্ধার অভিযান শেষ হওয়ার পরই ইটালির কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত বন্দরে চলে যেতে হবে। এনজিওগুলোর অভিযোগ, এর ফলে সমুদ্রে আরো অনেক মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে।

জাহাজের জন্য নির্ধারিত বন্দরগুলো প্রায়ই উদ্ধারস্থল থেকে অনেকটা দূরে। তাই সেখানে পৌঁছাতে বেশ কয়েকদিন সময় লেগে যায়। ইটালি সরকারের দাবি, সিসিলির অভ্যর্থনা কেন্দ্রগুলো এবং লাম্পেদুসার মতো ছোট দ্বীপগুলো যাতে ভিড়ে উপচে না পড়ে, তা নিশ্চিত করার জন্য এই নিয়ম করা হয়েছে। এছাড়া ইটালির দক্ষিণে অবকাঠামোও কম।

যদিও এনজিওগুলোর যুক্তি, এই নীতির ফলে তাদের উদ্ধারকাজে বাধা পড়ছে, ফলে আরো বেশিসংখ্যক অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু হচ্ছে।

জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়া আরো কঠিন হতে পারে

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

জার্মানির জোট সরকার বিরোধী দল ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে একগুচ্ছ কড়া পদক্ষেপ নিতে চায়। সেই লক্ষ্যে সরকার বৃহস্পতিবার একাধিক প্রস্তাব পেশ করেছে।

জোলিঙেনের ঘটনার জের ধরে জার্মান সরকার বৃহস্পতিবার একগুচ্ছ পদক্ষেপের খসড়া প্রকাশ করেছে। এর আওতায় অস্ত্র বহন সংক্রান্ত আইন আরো কড়াকড়ি করা হবে, আশ্রয়প্রার্থীদের প্রাপ্য সুবিধার ক্ষেত্রে নতুন সীমা স্থির করা হবে এবং উগ্র ইসলামপন্থি হুমকির আশঙ্কা দেখা দিলে তা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে পুলিশের ক্ষমতা আরো বাড়ানো হবে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে জার্মান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন্যান্সি ফেসার ও আইনমন্ত্রী মার্কো বুশমান এই সব প্রস্তাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানান। যেমন কোনো রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্য কোনো দেশে প্রথমে নথিভুক্ত হলে তিনি জার্মানিতে কোনো সামাজিক ভাতা পাবেন না। জার্মানিতে প্রকাশ্যে ছুরি বহন করার উপর যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তা আরো কড়া করে সুইচব্লেড জাতীয় ছুরিও বহন করা যাবে না। উৎসব, ক্রীড়া ম্যাচ, প্রদর্শনী, দোকান-বাজার ও অন্যান্য সমাবেশেও এমন অস্ত্র নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব আনা হচ্ছে। দূরপাল্লার বাস ও ট্রেনেও ছুরি বহন করা চলবে না। আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স সংক্রান্ত নিয়মও আরো কড়া করতে চান জার্মান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অস্ত্র ব্যবহার করে কোনো অপরাধ করলে বিদেশিদের প্রত্যর্পণ আরো সহজ করার প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। বুশমান বলেন, ভবিষ্যতে বেপাত্তা হওয়ার কারণে কোনো বিদেশিকে প্রত্যর্পণে কর্তৃপক্ষের অসহায়তা বন্ধ করতে হবে।

এমন সব প্রস্তাবের ভিত্তিতেই জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎসের জোট সরকার বিরোধী দল ও রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে সংলাপে বসতে চায়। তিনি এত 'দ্রুত' ও এত 'সুনির্দিষ্ট' প্রস্তাব সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, সম্ভবত আগামী সপ্তাহেই ফেডারেল ও রাজ্য সরকার এবং বিরোধী দলের এক ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রথম অধিবেশনে মিলিত হবে। তবে জার্মানির রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বর্তমান সভাপতি ও হেসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বরিস রাইন শলৎসের সরকারের প্রস্তাব সম্পর্কে কিছুটা সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, এ ক্ষেত্রে 'ব্রেনস্টর্মিং' করার জন্য মিলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, বরং অভিবাসন নীতির ক্ষেত্রে অবিলম্বে আমূল পরিবর্তন করতে হবে। প্রধান বিরোধী ইউনিয়ন শিবির সরকারের প্রস্তাবগুলি খতিয়ে দেখে জার্মানিতে বেআইনি অনুপ্রবেশ কমানোর উপর জোর দেবার কথা বলেছে।

বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের রাজনৈতিক দূরত্ব কি বাড়ছে?

> তৃণমূল থেকে শুরু করে দল দুটির শীর্ষ নেতাদের বক্তব্য ও কথাবার্তায়ও এই মতবিরোধ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গেছে গত কয়েকদিনে।

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে প্রায় ২৫ বছরে মিত্রতা। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সেই মিত্রতার সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। দল দুটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে নানা বিষয়ে মতবিরোধ।

তৃণমূল থেকে শুরু করে দল দুটির শীর্ষ নেতাদের বক্তব্য ও কথাবার্তায়ও এই মতবিরোধ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গেছে গত কয়েকদিনে।

যেটি প্রকাশ্যে আসে গত অগাস্টের মাঝামাঝি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে নির্বাচন আয়োজনে সময় দেওয়া নিয়ে বিএনপি ও জামায়াতের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের মাধ্যমে।

শেখ হাসিনার পতনের পর দীর্ঘ ২৫ বছরের রাজনৈতিক মিত্রদের মধ্যে হঠাৎ কেন এমন বৈরি সম্পর্ক তৈরি হলো, সেটি নিয়েও নানা প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে।

গত সপ্তাহে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবেন না এমন একটি একটি বক্তব্য দিয়েছেন। সেই বক্তব্য নিয়েও বিএনপির মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।

যদিও জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, এ ধরনের প্রতিক্রিয়া থাকলেও বিএনপির সঙ্গে তাদের বোঝাপড়ায় কোনও সংকট নেই।

অন্যদিকে, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, জামায়াত অন্য রাজনৈতিক দলের মতোই একটা দল। বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের বিরোধের প্রশ্ন আসবে কেন?

গত ৩ সেপ্টেম্বর সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান গত ১৫ বছরে জামায়াতে ইসলামীর ওপর আওয়ামী লীগ সরকার যে 'নির্যাতন' করেছে তার জন্য প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দেওয়ার ঘোষণা দেন।

জামায়াতের আমিরের এই বক্তব্যের পর এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় রাজনীতির মাঠে।

যদিও একদিন পরে এক অনুষ্ঠানে জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান তার বক্তব্যে স্পষ্ট করে বলেন, প্রতিশোধ না নেওয়ার মানে হচ্ছে আমরা আইন হাতে তুলে নেবো না। কিন্তু সুনির্দিষ্ট অপরাধ যিনি করেছেন তার বিরুদ্ধে মামলা হবে। শাস্তিও হতে হবে।

এর আগে, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে গত ২৮ অগাস্ট সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাদা এক অনুষ্ঠানে কথা বলেন জামায়াতের আমির।

সেখানে দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমরা সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগী দেশ আমাদের খুবই প্রয়োজন। প্রতিবেশী বদলানো যায় না। আপনারা বদলানোর চিন্তা করেন কেন।

জামায়াত আমিরের এসব বক্তব্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয় বিএনপিতে।

গত রোববার সাতক্ষীরায় বিএনপি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে লন্ডন থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সরাসরি জামায়াতে ইসলামীর নাম উল্লেখ না করলেও তিনি জামায়াত আমিরের বক্তব্যের প্রসঙ্গ টানেন।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, গত কয়েকদিনে দেখেছি কিছু রাজনৈতিক দল একটি প্রতিবেশী দেশের ফাঁদে পা দিয়েছে। সে কারণে তারা বিভ্রান্ত ছড়ায় এরকম কিছু কথাবার্তা বলছে।

এমন অবস্থায় নেতাকর্মীদের সজাগ থাকারও আহবান জানিয়েছেন বিএনপি নেতা তারেক রহমান।

জামায়াত আমিরের এসব বক্তব্যের জবাব দিতে দেখা গেছে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভীকেও।

গত ৮ অগাস্ট দায়িত্ব নেওয়ার পর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। সেই ভাষণে জাতীয় নির্বাচন কবে হবে, কিংবা নির্বাচন কতদিন পর হতে পারে এমন কোনও বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা ছিল না।

যে কারণে এই বক্তব্য নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল বিএনপি। দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে নির্বাচনের রোডম্যাপ না থাকায় অসন্তোষ জানান।

মির্জা ফখরুল যখন এই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন তখন ফেনী-নোয়াখালী-কুমিল্লা অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল।

এমন অবস্থায় বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্যের সমালোচনা করে জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান বলেন, এখনও শত শত মানুষ হাসপাতালের বিছানায় কাতরাচ্ছে। রক্তের দাগ মোছেনি। বন্যায় দেশ আক্রান্ত। এই সময়ে কেউ নির্বাচন নির্বাচন জিকির তুললে জাতি তা গ্রহণ করবে না। জামায়াত নেতার এই বক্তব্য ভালোভাবে নেয়নি বিএনপি।

অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পর বেসামরিক প্রশাসন, পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে আওয়ামী লীগ সমর্থিতরা সরে যাচ্ছেন কিংবা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে সব জায়গায় নিজস্ব লোকের পদায়ন নিয়ে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে এক ধরনের নীরব মনোমালিন্য চলছে বলে জানা যাচ্ছে।

বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ নিয়ে এই জটিলতা দেখা দেয় গত মাসে।

তখন বিএনপিপন্থী শিক্ষক অধ্যাপক এবিএম ওবায়দুল ইসলামকে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে এমন আভাসের ভিত্তিতে অনেকেই তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট দেন। এটি নিয়ে সে সময় বেশ বিতর্কও তৈরি হয়।

একটা দলের সরাসরি কেন্দ্রীয় নেতাকে ভিসি নিয়োগের বিষয়ে বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনা হয়। পর তাকে নিয়োগ না দিয়ে অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খানকে উপাচার্য নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সূত্র: বিবিসি বাংলা

শিগগিরই উদ্বোধন

আপনাকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে

ফার্স্ট সলিউশন

- লিগ্যাল সার্ভিস
- অভিবাসন প্রক্রিয়া
- গ্রাফিক ডিজাইন
- অনুবাদ

সেলারির কাগজ
জমা, ফ্যামিলি আবেদন,
রিফিউজি স্ট্যাটাস পরিবর্তন,
ফরাসি ন্যাশনালিটির আবেদন
ও আইনি প্রক্রিয়াসহ সকল
ধরনের কনসাল্টেন্সি
সহযোগিতা।

First solution
অভিবাসীদের সহায়তায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ

email: firstsolution2024@gmail.com
mobile: +337 61 30 00 53 , phone: +337 61 30 00 53

সম্পাদকীয়

নতুন বাংলাদেশে রেমিট্যান্সযোদ্ধাদের প্রতি বৈষম্য দূর হোক

বাংলাদেশের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে, সারা বিশ্বের নানান প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিরা একত্রিত হয়ে আন্দোলনের ঝান্ডা তুলে ধরেন। এই আন্দোলনের শক্তি এমনভাবে বিস্তৃত হয়েছিল যে, মধ্যপ্রাচ্যের কঠোর আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দেশগুলোতেও তার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, দুবাইতে বাংলাদেশি শ্রমিকরা আন্দোলন করতে গিয়ে জেল-জুলুমের শিকার হয়েছেন।

যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশিরা এই বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা বিভিন্ন পর্যায়ে লবিং এবং প্রচারণার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিধর দেশকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে সচেতন করেন। অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবাসীদের আন্দোলন ও প্রচারণা বাংলাদেশের সরকারের ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করেছিল। ঐতিহাসিক ট্রাফালগার স্কয়ারে, যা যুক্তরাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান, বাংলাদেশের বাইরের সবচেয়ে বড় বাংলাদেশি জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, যা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। এর ফলে, বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, যা তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রচেষ্টাকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

প্রবাসীদের এই অবদান শুধুমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনে সীমাবদ্ধ ছিল না; তারা অর্থনৈতিকভাবেও সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে প্রবাসীরা রেমিট্যান্স প্রেরণ বন্ধ করে দেন, যা সরকারের মধ্যে এক অর্থনৈতিক আতংকের জন্ম দেয়। প্রবাসীদের এই সাহসী ও দৃঢ় অবস্থানের কারণে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীকে ব্যাপক বেগ পেতে হয়, এবং তাদের পতনে প্রবাসীদের ভূমিকা অপরিসীম হয়ে ওঠে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, এখনও পর্যন্ত আলাদা করে একজন প্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টাও নিয়োগ দেওয়া হয়নি। প্রবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলার শিকার হচ্ছেন, যা শুধুমাত্র সরকারি পর্যায়ে নয়, পরিবার থেকেও শুরু হয়। প্রবাসীরা যাদের জন্য কষ্টার্জিত অর্থ প্রেরণ করেন, সেই পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও দেশও তাদের ত্যাগের মূল্যায়ন করে না। অথচ, এই বৈষম্য বিরোধী সরকারের কাছে প্রবাসীরা অনেক বেশি প্রত্যাশা করেছিল, এবং সেই প্রত্যাশা এখনও নিভু-নিভু করে অটুট রয়েছে।

প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণে সরকারকে যান্ত্রিক হতে হবে এবং তাদের সুরক্ষায় কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে তিনটি স্তরে কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথম স্তরে, বিদেশে অবস্থিত দূতাবাসগুলোকে প্রবাসীদের পক্ষ থেকে কাজ করতে হবে। দূতাবাসগুলোকে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন, শ্রমিকদের শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা, এবং প্রয়োজনে আইনি সহযোগিতা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। সাধারণ শ্রমিকদের জন্য জরুরি চিকিৎসা সেবা এবং বিপদে পড়া প্রবাসীদের জরুরি বাসস্থান ও খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। সেইসঙ্গে, অক্ষম বা আহত প্রবাসীদের বিনামূল্যে দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা করা এবং দেশে এসে পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করতে হবে।

এয়ারপোর্টে প্রবাসীদের জন্য আলাদা টার্মিনাল নির্মাণ করা উচিত, যেখানে তাদের সম্মানের সঙ্গে ট্রিট করা হবে। তাদের আনা মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাদের স্বীয় গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত সরকারি তদারকির ব্যবস্থা থাকা উচিত। প্রবাসীদের সুরক্ষায় বিশেষ আইন প্রণয়ন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটি বিশেষ ইউনিট গঠন করা প্রয়োজন। প্রতিটি স্তরেই আলোচনা সাপেক্ষে আরও অনেক কিছু যোগ হতে পারে, যা প্রবাসীদের জীবনকে সহজতর করবে এবং তাদের অধিকার রক্ষায় সহায়ক হবে।

বন্যার ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সক্ষমতা বাড়াতে হবে

ফারাহ্ কবির
কান্ট্রি ডিরেক্টর, একশনএইড বাংলাদেশ

> এই পরিবর্তনের প্রভাবের তীব্রতা ও ঘনত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশগুলো দীর্ঘমেয়াদি ক্ষয়ক্ষতি এবং বিপর্যয়ের কবলে পড়ছে। ধনী রাষ্ট্রের লাগামহীন করপোরেট ভোগবিলাসিতা, নয়া উদারতাবাদী ব্যবস্থাধীনে প্রাকৃতিক সম্পদের অতি ব্যবহার, অপচয়সহ মানুষের অপরিণামদর্শী কার্যকলাপে প্রশ্নাতীতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা এবং তা জলবায়ু পরিবর্তন ত্বরান্বিত করতে নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে। একের পর এক আঘাত হানছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বিপর্যস্ত করে তুলছে একেকটি জনপদ। ভৌগোলিক অবস্থার কারণে যেসব দেশ এ ধরনের দুর্যোগ পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে, বাংলাদেশ তার অন্যতম। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশে এখন নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের পরিণতি ক্রমবর্ধমান হারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনের প্রভাবের তীব্রতা ও ঘনত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশগুলো দীর্ঘমেয়াদি ক্ষয়ক্ষতি এবং বিপর্যয়ের কবলে পড়ছে। ধনী রাষ্ট্রের লাগামহীন করপোরেট ভোগবিলাসিতা, নয়া উদারতাবাদী ব্যবস্থাধীনে প্রাকৃতিক সম্পদের অতি ব্যবহার, অপচয়সহ মানুষের অপরিণামদর্শী কার্যকলাপে প্রশ্নাতীতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা এবং তা জলবায়ু পরিবর্তন ত্বরান্বিত করতে নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে। একের পর এক আঘাত হানছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বিপর্যস্ত করে তুলছে একেকটি জনপদ। ভৌগোলিক অবস্থার কারণে যেসব দেশ এ ধরনের দুর্যোগ পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে, বাংলাদেশ তার অন্যতম। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশে এখন নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

চলতি বছরের মে মাসে গোটা দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ ঘূর্ণিঝড় রিমালে আক্রান্ত হয়েছে।এর আঘাত কাটিয়ে না উঠতেই দেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চল পরপর দু'বার বন্যাক্রান্ত হলো। সে বন্যার ক্ষত না শুকাতেই আগস্টে আকস্মিক প্রলয়ঙ্করী বন্যায় আক্রান্ত হলো পূর্বাঞ্চলের ১১টি জেলা। অতি ভারী বৃষ্টি এবং উজান থেকে আসা পানির কারণে বাংলাদেশের এ অঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতিতে এক জটিল অবস্থা তৈরি হয়েছে। প্রায় ১২ লাখ পরিবার বন্যার পানিতে আটকা পড়েছে এবং সেখানকার ৫৬ লাখের বেশি মানুষ চলমান বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, সমুদ্রে নদীর পানি নিষ্কাশনের পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া, অপরিকল্পিত বাঁধ ও উন্নয়ন অবকাঠামো গড়ে ওঠায় জলাবদ্ধতার কারণে বন্যা পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

জেলা প্রশাসনের দেওয়া তথ্যানুসারে, শুধু সাত জেলা ফেনী, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, মৌলভীবাজারে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার সম্পদের ক্ষতির হিসাব পাওয়া গেছে। অনেক এলাকায় এখনও ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।

সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, ২৬ হাজার ৫৮৪টি খাবার পানির উৎস এবং ৬২ হাজার ৫২৮টি টয়লেট ক্ষতিগ্রস্ত। নারী ও অন্তঃসত্ত্বা সবচেয়ে বেশি অসুবিধার সম্মুখীন। অধিকন্তু আশ্রয়কেন্দ্রে অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা যেমন পৃথক স্যানিটেশনের অভাব এবং সেখানে উপচে পড়া ভিড়, যা লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতাসহ জীবিকায় প্রভাব ফেলতে পারে এবং সম্পদে সীমিত প্রবেশাধিকার তাদের আর্থসামাজিক চ্যালেঞ্জ আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

একাধিক জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৭ হাজার স্কুল ভবন। এসব স্কুলের প্রায় সাড়ে ১৭ লাখ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে।

অর্থাৎ মানবিক বিপর্যয়ের মধ্যে গোটা পূর্বাঞ্চলের বন্যাকবলিত মানুষ। বাড়িঘর থেকে আকস্মিক বাস্তুচ্যুত, জীবিকা হারানো এবং সম্প্রদায়ের অবকাঠামো ধ্বংসের ফলে অসহায়ত্ব ও হতাশা ব্যাপক আকারে বেড়েছে। এই বিচ্ছিন্নতা একাকিত্ব এবং ভয়ের অনুভূতি বাড়িয়ে তুলতে পারে। কারণ তারা পর্যাপ্ত মানসিক বা মানবিক সমর্থন ছাড়াই দুর্যোগ-পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলা করে চলেছে।

এবারের বন্যায় ইতোমধ্যে ৮২ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেছে। বন্যার যে ভয়াবহতা, তাতে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়বে। তাৎক্ষণিক সংকট কেটে গেলেও অপেক্ষা করছে দীর্ঘমেয়াদি সংকট। সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলো হয়তো তার মূল্যায়ন এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পুনর্বাসন প্রচেষ্টাও গ্রহণ করবে। কিন্তু এ মুহূর্তে ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার মানবিক চাহিদা মোকাবিলা করা অত্যন্ত জরুরি।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং চরম আবহাওয়ার ঘটনাগুলোর প্রেক্ষাপটে চলমান এ বন্যা পরিস্থিতি একটি জটিল মানবিক সংকটের জন্ম দিয়েছে, যা পরিবেশগত কারণে সৃষ্ট এবং অপরিকল্পিত উন্নয়ন ও অবকাঠামোগত দুর্বলতার কারণে বেড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করতে এবং এ দুর্যোগের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মোকাবিলায় অবিলম্বে টেকসই প্রচেষ্টা গ্রহণ অপরিহার্য।

আশার কথা হলো, ইতোমধ্যে সামাজিক সংগঠন, রাজনৈতিক দল, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ বিপুল ছাত্র-জনতা, দল-মত নির্বিশেষে ত্রাণ কার্যক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু বন্যার যে ব্যাপ্তি, তাতে বিপর্যস্ত মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারছে না ত্রাণ সহায়তা প্রদানকারীরা।

সেনা, নৌ, বিমানবাহিনীর পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনের প্রশিক্ষিত দল কাজ করলেও বেসরকারি উদ্যোগগুলোর প্রশিক্ষিত দলের ঘাটতি বিশেষভাবে চোখে পড়েছে।সরকারি ব্যবস্থাপনায় দুর্গম এলাকায় ত্রাণ পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

বন্যার যে ব্যাপকতা, তা মোকাবিলায় প্রয়োজন হবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও তার যুগোপযোগী বাস্তবায়ন। অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পক্ষ এবং চুক্তিগুলোর বাস্তবায়ন জরুরি। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যৌথ নদীগুলোর যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা; আন্তর্জাতিকভাবে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি অনুযায়ী জলবায়ু তহবিল এবং লস অ্যান্ড ড্যামেজ তহবিল কার্যকরভাবে গঠন ও তার যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে অগ্রণী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।

তবে এ ধরনের মহাবিপর্যয় মোকাবিলায় জাতীয়ভাবে সুষ্ঠু ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়নে বিচক্ষণতা ও আন্তরিকতার কোনো বিকল্প নেই। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর পাশাপাশি সর্বস্তরের মানুষকেও সক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে।

একদলীয় শাসন বনাম অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের আকাঙ্ক্ষা

মাহবুব আজীজ
সাহিত্যিক; উপসম্পাদক, সমকাল

> আওয়ামী লীগপ্রধান শেখ হাসিনার আদেশে সরকার ও ক্ষমতাসীন দল একাকার হয়েছিল; তাঁর নির্দেশে বাঘ ও মহিষ এক ঘাটে জড়ো হওয়ার পাশাপাশি সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে আওয়ামী গোষ্ঠীবাজির অবর্ণনীয় উত্তাপে সাধারণ মানুষের পিঠ দেয়ালে লেগে যাওয়ার উপক্রম হয়। মানবাধিকার, ব্যক্তি ও বাক্স্বাধীনতা উপহাসের বিষয় হয়ে ওঠে, ব্যাংকের খোল বাকল ছিবড়ে দেশের অর্থনীতিকে দেউলিয়া করে সরকার লালিত লুটেরা গোষ্ঠী। চাকরি নাই, বেতনে-ব্যবসায় দিন চলে না; সাধারণ মানুষ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে রাজপথে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গর্জে ওঠা তারুণ্যের মিছিলে যুক্ত হয়ে মুক্তি খোঁজে।

একদলীয় কর্তৃত্ববাদী শাসনে রাষ্ট্র ও সমাজে যে দমবন্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তা গত দেড় দশকে এ দেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। আওয়ামী লীগপ্রধান শেখ হাসিনার আদেশে সরকার ও ক্ষমতাসীন দল একাকার হয়েছিল; তাঁর নির্দেশে বাঘ ও মহিষ এক ঘাটে জড়ো হওয়ার পাশাপাশি সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে আওয়ামী গোষ্ঠীবাজির অবর্ণনীয় উত্তাপে সাধারণ মানুষের পিঠ দেয়ালে লেগে যাওয়ার উপক্রম হয়। মানবাধিকার, ব্যক্তি ও বাক্স্বাধীনতা উপহাসের বিষয় হয়ে ওঠে, ব্যাংকের খোল বাকল ছিবড়ে দেশের অর্থনীতিকে দেউলিয়া করে সরকার লালিত লুটেরা গোষ্ঠী। চাকরি নাই, বেতনে-ব্যবসায় দিন চলে না; সাধারণ মানুষ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে রাজপথে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গর্জে ওঠা তারুণ্যের মিছিলে যুক্ত হয়ে মুক্তি খোঁজে। ভোটের অধিকার হারানো মানুষের সম্মিলিত ক্ষোভের বিস্ফোরণ জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অন্তর্নিহিত শক্তি। এই শক্তিই ৫ আগস্ট মহাঅভ্যুত্থানে পরাক্রমশালী শেখ হাসিনার পলায়নের পর ৮ আগস্ট ড. ইউনূসকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করে। সরকারের এক মাস পূর্তিতে বলা যায়, ইতিবাচকভাবে নিজ দায়িত্বে এগিয়ে চলেছে।

আগের সরকারের মতো সরকারপ্রধান বা উপদেষ্টারা দিনভর টেলিভিশনে নিজেদের ছবি ও কথা প্রচারে ব্যস্ত নন। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সংবাদমাধ্যমে প্রয়োজনীয় ও পরিমিত উপস্থিতি নিশ্চয়ই সংগত, আর সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। ক্ষমতাচ্যুত সরকারপ্রধানের সংবাদ সম্মেলনে তথাকথিত গণ্যমান্য সাংবাদিকেরা তৈলবাজির যে ন্যক্কারজনক উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন, ড. ইউনূসের দায়িত্বকালে তার নজির যে দেখা যাবে না— এটি গত এক মাসে স্পষ্ট। উপদেষ্টারাও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সংযত ও যথাযথ ব্যবহার করছেন।

ড. ইউনূস কম কথা বলেন, যা বলেন স্পষ্ট ও সরাসরি, তাঁর উদ্দেশ্য ও গন্তব্য তিনি অনায়াসে জানিয়ে দেন। অহেতুক নাটকীয়তার আশ্রয় না নিয়ে তাঁর অকপট সাহসী কথাবার্তা দেশের মানুষের সামনে আশার সঞ্চার করে। ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বৃহস্পতিবার দেওয়া সাক্ষাৎকারে ড. ইউনূস বলেছেন, 'শুধু শেখ হাসিনার নেতৃত্বই বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে, নয়াদিল্লিকে অবশ্যই এমন বয়ান দেওয়া বাদ দিতে হবে।' তিনি বলেন, 'প্রত্যেকে ইসলামপন্থি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ইসলামপন্থি, বাকি সবাই ইসলামপন্থি আর তারা সবাই এ দেশকে আফগানিস্তান বানাবেন। বাংলাদেশ শুধু শেখ হাসিনার হাতেই নিরাপদ। এ বয়ান থেকে ভারতকে বেরিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশ অন্য যে কোনো দেশের মতোই আরেকটি প্রতিবেশী।'

এই 'ইসলামপন্থি' রাজনীতির বয়ান শুধু ভারতীয়দেরই নয়, দীর্ঘকাল বিরোধী মতের যে কাউকে জামায়াত-শিবির ও রাজাকার ট্যাগ বসিয়ে দেওয়া আওয়ামী রাজনীতির অন্যতম প্রবণতা ছিল। ২০১৩ সালের পর আওয়ামী লীগ যখন একক নির্বাচন আয়োজনের পাঁয়তারা শুরু করে, তখন বিরোধীদের নির্বিচারে বিএনপি-জামায়াতের আগুনসন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করতে থাকে। পরবর্তী প্রতিটি নির্বাচনের সময় একই আচরণ আমরা দেখি। বিএনপি ক্ষমতায় গেলে জামায়াতকে সঙ্গে নিয়ে ধর্মীয় জঙ্গিবাদী রাজনীতিতে দেশে অন্ধকার যুগ নিয়ে আসবে, এই প্রচারণা চলতেই থাকে।

বিএনপিসহ অনেক দল এ দেশে রাজনীতিতে সক্রিয় এবং যাদের তৃণমূলে জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, যারা ইসলামকে আঁকড়ে ক্ষমতায় আসতে চান না— এই তথ্য সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে ড. ইউনূস বাংলাদেশের বহুত্ববাদী অসাম্প্রদায়িক সমাজকে বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করলেন। ড. ইউনূস জানিয়ে দিয়েছেন, জুজুর ভয় দেখিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে বোকা বানানো যাবে না। এ দেশে গণহত্যা চালিয়ে শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। ড. ইউনূস পিটিআইকে আরও বলেছেন, শেখ হাসিনাকে ফেরত আনতে হবে। যে ধরনের নিষ্ঠুরতা শেখ হাসিনা দেখিয়েছেন, তাতে এখানে সবার সামনে তাঁর বিচার করা দরকার।

২.

গণঅভ্যুত্থানের পর দেশের স্থানে স্থানে ধর্মীয় উপাসনালয় ও ভিটাবাড়িতে আক্রমণের সময় ড. ইউনূস সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, এ দেশে প্রত্যেক নাগরিকের মর্যাদা সমান। হিন্দু বা মুসলিম কারও প্রধান পরিচয় নয়, তার প্রধান পরিচয় সে বাংলাদেশের নাগরিক। তাঁর কথায় অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে এ দেশের মানুষের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষার অনুপ্রেরণা মেলে। ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি বা রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে কাউকে সমাজের মূলধারার বাইরে রাখা হবে না; রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার— এই প্রত্যয় কেবল সংবিধানের পাতায় না থেকে সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে চর্চার বিষয় হবে— এ চেতনাই অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের মূল সোপান।

দেশজুড়ে অন্তত ২০টি মাজার গত কয়েক দিনে ভাঙচুর করা হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছে। সিলেটসহ দেশের নানা স্থানে মাজারে মাজারে গান-বাজনা নিষিদ্ধ করা হচ্ছে বলেও জানা যাচ্ছে। ঘটনাগুলো অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক।

৩.

গেল কয়েক দিনে এমন কিছু ঘটনা ঘটছে, যা উদ্বেগজনক; একই সঙ্গে আমাদের সমাজের পেছন দিকে রওনা দেবার ইঙ্গিতবাহী। শনিবার রাজশাহীতে মাসুদ নামে একজনকে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ উঠেছে আন্দোলনকারী ছাত্রদের বিরুদ্ধে। এই মাসুদের এক পা ২০১৪ সালে শিবিরকর্মীরা কেটে ফেলে বলে অভিযোগ রয়েছে; এবার গণপিটুনির পর মাসুদকে নদীতে ফেলে খুন করা হয়। মাসুদের অপরাধ— সে একসময় ছাত্রলীগের কর্মী ছিল! রোববার বগুড়ায় ইউটিউবার হিরো আলম আওয়ামী লীগের ওবায়দুল কাদেরসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করতে গিয়ে বিএনপি নেতাকর্মীর হাতে বেদম প্রহারের শিকার হন। বিপুলসংখ্যক মানুষের সামনে হিরো আলমকে কান ধরে ওঠবস করানো হয়; তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ— তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে কটু কথা বলেছেন!

তারেক রহমানের বিরুদ্ধে কটু কথা বা তাঁর সমালোচনা করা যাবে না? এ জন্য একজন মানুষকে আদালত প্রাঙ্গণে কান ধরে ওঠবস করতে হবে? ছাত্রলীগ করে বলে মাসুদের মতো নিরীহ পা-কাটা মানুষকে পিটিয়ে খুন করে ফেলতে হবে!

গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনকালে জনতার সঙ্গে গড়ে ওঠা সম্পর্ক আরও দীর্ঘস্থায়ী ও অর্থবহ করবার লক্ষ্যে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে জবাবদিহির মধ্যে রেখে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ৫৫ সদস্যের নাগরিক কমিটির ঘোষণা দিয়েছেন রোববার। এ ছাড়া জেলায় জেলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্ররা জমায়েত করছেন, ভাষণ দিচ্ছেন। আগামী দিনের রাজনীতিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন বা নাগরিক কমিটির সদস্যদের কর্মকাণ্ড নিয়ে সমালোচনা করলে তাকে বিশেষ কোনো তকমা দেওয়া হবে? ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনজয়ী ছাত্রনেতাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কারও কোনো আপত্তি প্রকাশ পেলে তাকে 'ফ্যাসিস্টের সহযোগী' তকমা জুড়ে দেওয়া হবে?

ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। সামাজিক মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে, এক দল সাংবাদিক সাড়ম্বরে ঘোষণা দিয়ে জানাচ্ছেন, ১৫ বছর পর বিটিভি ভিন্নমতের সাংবাদিকের ঠিকানা হয়ে উঠেছে। তারা বিটিভিতে টকশো করতে শুরু করেছেন। ঘোষণায় তারা আরও জানাচ্ছেন, কেবল ফ্যাসিবাদের সহযোগীরা সেখানে সুযোগ পাবেন না! অর্থাৎ, তারা যাদের চিহ্নিত করবেন, তারা ছাড়া সকলেই ফ্যাসিবাদের সহযোগী!

কী দাঁড়াল তবে? কোন অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের দিকে আমরা এগোব? আওয়ামী আমলের রাজাকার তকমা— বিরোধী মত মাত্রই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী। বর্তমান সরকার বা আগামীতে যে সরকার আসবে তাকে সমালোচনা করা মাত্রই 'ফ্যাসিস্ট সরকারের সহযোগী' হয়ে উঠতে হবে! এই অসহিষ্ণুতা, দলান্ধতা তথা একদলীয় মানসিকতার বিরুদ্ধে সম্মিলিত মানুষের বিস্ফোরণ জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থান। বিপুল আত্মত্যাগ আর কোটি মানুষের প্রতিরোধে পাওয়া একদলীয় স্বৈরাচারী শাসনমুক্ত বর্তমান বাংলাদেশ। অন্তর্ভুক্তিমূলক, গণতান্ত্রিক ও মানবিক সমাজের আকাঙ্ক্ষা পূরণে ড. ইউনূসের নেতৃত্বে সকল অংশীজন রাষ্ট্র সংস্কারে দ্রুত রূপকল্প প্রণয়ন করে জাতির সামনে পেশ করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবেন— আমাদের এই অক্ষয় প্রত্যাশা ব্যর্থ হবার নয়।

রাষ্ট্র সংস্কারের সূত্র-প্রস্তাব

মুসা আল হাফিজ
কবি ও গবেষক

দুনিয়ায় মানুষ তার প্রকৃতির মধ্যেই আছে। এই প্রকৃতি থেকে তাকে সরাবার চেষ্টা ও প্রকল্প থাকতে পারে। কিন্তু শেষ বিচারে তাকে সেখান থেকে সরানো অসম্ভব। মানুষের প্রকৃতি একই সাথে দিব্য, আবার এই জগতপ্রকৃতিও দিব্য। মানুষ ও মহাবিশ্ব হচ্ছে খোদার খোলা কিতাব। মানুষ ও মহাবিশ্বের সব প্রকৃতিই আল্লাহর গুণাবলির নানা প্রকৃতির সাথে যুক্ত। মানুষের কলবের মধ্যেই তার ফিতরাত বা প্রকৃতির ছিপ লাগানো। তার জীবন, ভাবনা ও আচরণের সুস্থতা এই স্বভাবের ওপর দাঁড়ানো। মানুষ আমানতদার, মানুষ আমানতহরণকারীও, মানুষ অনুগত, মানুষ বিদ্রোহীও। মানুষ ত্যাগী ও লোভী, সুরক্ষাপ্রয়াসী ও খুনি, ইনসাফকারী ও জালেম, স্বেচ্ছাচারী ও শৃঙ্খলাপ্রবণ। অর্থাৎ সমস্ত বৈপরীত্য নিয়েই মানুষ।

জুলাই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দুনিয়ার ইতিহাসে মুক্তির জন্য আত্মদানের আরেকটি বড় অধ্যায় তৈরি হলো। বিশ্বের পটভূমিতে বাংলাদেশের আসল চৈতন্যের আরেকটি সবল উপস্থিতি দেখলাম। এই ঘটনা ঘটিয়েছে সম্মিলিত জনগণ। এই জনগণ থেকেই সমাজ-রাষ্ট্রের ভাঙা ও গড়ার আসল সংগ্রাম শুরু হয়। রক্তনদী পার হয়ে আসা তারুণ্যের প্রবল প্রাণশক্তিতে জ্বলন্ত ও উদ্ভাসিত একটি অভ্যুত্থানের পর এই প্রশ্ন অত্যন্ত জরুরি যে, কিভাবে আমরা রাষ্ট্র, সমাজ গঠনের প্রশ্ন আনব, কিভাবে আমরা জনগণ, সমাজ ও রাজনৈতিকতাকে ঐতিহাসিক ও দার্শনিকভাবে পরিচ্ছন্ন করে তুলব? এই আলাপটা বেশির ভাগই লিগ্যাল-পলিটিকাল হলেও, আমাদেরকে কথা তুলতে হবে দার্শনিক ও নৈতিক জায়গা থেকে। সেই কথার কয়েকটি সূত্র আজ হাজির করতে চাই।

১। ইতিহাসের তাওফিকে আমরা এমন একখানা পটভূমি পেয়েছি যে, আমাদের বুদ্ধিকে আমরা চাইলে আগের সব জঞ্জাল থেকে মুক্ত ও পরিষ্কার করে পেশ করতে পারি। আল্লাহর এত বড় নেয়ামতকে আমাদের হেদায়েতের কাজে লাগাতে পারি। কথা বলতে পারি শুরু থেকেই এবং আমাদের সহজাত প্রকৃতির বিশদ স্পষ্টতার মধ্য দিয়ে সময়ের সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন মীমাংসা করতে পারি।

মানুষ সামাজিক ও ঐতিহাসিক সত্তা। খালি চোখে দুনিয়ার মানুষরা এই কারণে প্রকৃতির সঙ্গে তার ভেদ খোঁজায় মগ্ন হয়। এই দুনিয়ায় আধিপত্য কায়েমকারী জ্ঞান, চিন্তাভাষ্য কিংবা রাষ্ট্রগুলো মানুষকে মানুষের সহজাত প্রকৃতি বা অন্তর্নিহিত সত্তা থেকে আলাদা করতে চায়। তাকে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। এই বিচ্ছিন্নকরণের মধ্য দিয়ে তাকে স্বাধীন করার গল্প শোনায়। রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে মানুষকে তার নিজস্বতা থেকে পলায়নে উদ্বুদ্ধ ও বাধ্য করে। আধুনিক রাষ্ট্র তার সব সরঞ্জাম দিয়ে মানুষের প্রকৃতির ওপর শাসন চালায় এবং মানুষের প্রবৃত্তিকে লাগামহীন করতে চায়। পাশ্চাত্যের ইতিহাসের ভেতর 'রাষ্ট্র' যে চরিত্র নিয়ে বিকশিত হয়েছে, তা মানুষকে ধরাধাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে বোঝে। রাষ্ট্র যে চরিত্র নিয়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, সেই চরিত্র ভেঙে দিতে হবে। মানব প্রকৃতি ও নিখিলের সাথে এই যুদ্ধে মানুষ জেতে না। প্রকৃতি জয় আর কথিত স্বাধীনতার ভড়ং এর মধ্যে আত্মতুষ্ট হয় মাত্র। এই আত্মতুষ্টির নাম উন্নয়ন নয়। বস্তুত প্রকৃতিজয় পরিভাষাটিই আত্মঘাতী। আমাদের জনগণও এই বিদ্যমানতার মধ্যে আছেন। এখানকার শাসকশ্রেণী এই কনটেক্সটের মধ্যে নিজেকে প্রকৃতি থেকে আলাদা ভাবতে শিখছে। তারা নিজেদের কর্তৃত্ব ছাড়া ভাবতে পারে না। সব কিছুর ওপর তাদের আইন লাগে, শাসন লাগে। প্রকৃতির ওপরও এই খোদাগিরি তাকে করতে হবে।

মানুষ প্রকৃতির অংশ এবং প্রাকৃতিক বাধ্যবাধকতার মধ্যেই তার জীবন নিমজ্জিত। প্রকৃতির অন্য কিছুই তার থেকে ভিন্ন নয়, বিচ্ছিন্ন নয়। সে অন্য সব কিছুর ওপর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব খাটাবে, এটা তার কাজ নয়। সে এর খলিফা বা কল্যানী ব্যবস্থাপক, সুরক্ষার জিম্মাদার। আধুনিকতা ও আধুনিক রাষ্ট্রভাবনার মূলে এই দায়িত্ব অনুপস্থিত। এই অনুপস্থিতির অভিশাপ মানুষকে তার প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিয়ে যায় এবং সে নিজের সাথে নিরন্তর যুদ্ধে এক সময় এত দূর চলে আসে যে, শেষ অবধি তার মধ্যে পাওয়া যায় কেবল প্রবৃত্তিকে, দেখা যায় প্রকৃতি উধাও। ফলে তার হাতে জ্ঞানব্যবস্থা ও জ্ঞানভাষ্য। তার হাতে রাষ্ট্র ও ক্ষমতা। সে মালিক-মুখতার হতেই চাইবে। তার ভেতরে বসবাস করে একজন ফেরাউন, সে বলছে আমি প্রভু। সে প্রবৃত্তির লাগামহীন চর্চা করে বলবে, আমি সফল, নরক করে দিয়েছি সবার জীবন! তার মানে কী দাঁড়াচ্ছে, পশ্চিমের ইতিহাস থেকে জন্ম নেয়া রাষ্ট্রদর্শন আমাদের বিপ্লবকে অর্থবহ করতে পারবে না। বরং নিজেদের ইতিহাস থেকে বের করে আনতে হবে রাষ্ট্রদর্শন। যার সাথে অবশ্যই থাকবে আন্তর্জাতিকতার যোগ। আন্তর্জাতিক পরিসরে বিদ্যমান রাষ্ট্রভাবনা ও রাজনৈতিক চর্চাগুলোর অর্থবহ ও ফলপ্রসূ অভিজ্ঞতার সাথেও মিথস্ক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে।

২। দুনিয়ায় মানুষ তার প্রকৃতির মধ্যেই আছে। এই প্রকৃতি থেকে তাকে সরাবার চেষ্টা ও প্রকল্প থাকতে পারে। কিন্তু শেষ বিচারে তাকে সেখান থেকে সরানো অসম্ভব। মানুষের প্রকৃতি একই সাথে দিব্য, আবার এই জগতপ্রকৃতিও দিব্য। মানুষ ও মহাবিশ্ব হচ্ছে খোদার খোলা কিতাব। মানুষ ও মহাবিশ্বের সব প্রকৃতিই আল্লাহর গুণাবলির নানা প্রকৃতির সাথে যুক্ত। মানুষের কলবের মধ্যেই তার ফিতরাত বা প্রকৃতির ছিপ লাগানো। তার জীবন, ভাবনা ও আচরণের সুস্থতা এই স্বভাবের ওপর দাঁড়ানো। মানুষ আমানতদার, মানুষ আমানতহরণকারীও, মানুষ অনুগত, মানুষ বিদ্রোহীও। মানুষ ত্যাগী ও লোভী, সুরক্ষাপ্রয়াসী ও খুনি, ইনসাফকারী ও জালেম, স্বেচ্ছাচারী ও শৃঙ্খলাপ্রবণ। অর্থাৎ সমস্ত বৈপরীত্য নিয়েই মানুষ।

এই হচ্ছে বাস্তবতা। যেসব দার্শনিক মানুষের মধ্যে নেতিবাচকতার প্রাধান্য দেখেন, আমরা তাদের সাথে একমত নই। ইতিবাচকতাই মানুষের প্রকৃতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে এবং সেগুলোই মানুষের আসল প্রতিনিধিত্ব করে। কারণ সালিম ফিতরাত বা সুস্থ প্রকৃতি তার সত্তার মধ্যেই মুদ্রিত। এটি যখন সামষ্টিক চেতনাবোধে উপনীত হয় এবং সুস্থতার প্রাবল্য সামাজিকভাবে নিশ্চিত হয়, তখনই আদর্শ ও উন্নত সভ্যতা মাথা তুলে দাঁড়ায়। রহমত ও উলফত বা করুণা, দয়া, প্রেম ও সম্প্রীতি তখন বিজয়ী হয়। যা ইনসাফকে প্রতিষ্ঠা দেয়। জগতব্যবস্থার সহজাত স্বাভাবিকতা ও ভারসাম্য একেই কামনা করে। কারণ জগতব্যবস্থার মর্মমূলে আছে রহম, প্রতিপালন ও কল্যাণের নীতি, এই সত্য আল্লার আরশে আজিম লিখে দেয়া। অর্থাৎ মানুষকে রাষ্ট্রনামক কোনো মূর্তি বানিয়ে নিজেকে মূর্ত করবার দরকার নাই। ব্যাপারটা এমন নয়, যে মানুষমাত্রই খারাপ বিষয়াসয়ের বাণ্ডিল, তাকে রাষ্ট্র ও শাসনের মাধ্যমে পশু থেকে মানুষ করতে হবে, এই ভ্রান্তির রশি হবস বা মেকিয়াভেলির মতো দার্শনিকের হাতে থাকলেও এটা ভুল। বরং এই মানুষই নিজের ও নিজেদের শাসক। সে একমাত্র আল্লার কাছেই জবাবদিহি করে। কেননা আল্লাহই আহকামুল হাকিমিন। তিনি তার বাণীবাহকের ব্যবস্থাপনায় দিশানির্দেশ করেছেন। মানুষ এর আলোক-সহযোগে নিজেদের সম্মিলিত মতামত ও চিন্তার অনুশীলন করবে। রাষ্ট্র এখানে শাহেনশাহী করবে না, সে মানুষের চিন্তা, আচরণ, উচ্চারণের ওপর যথেচ্ছ খোদাগিরি করতে পারবে না। যখন রাষ্ট্রকে অবাধ ও অনবরত কর্তৃত্ব দিতে থাকেন, তখন রাষ্ট্রের চালক হয়ে বসে থাকা শাসকগোষ্ঠীই মূলত এর চর্চা করে। তারা ও তাদের অলিগাররা স্বৈরাচারী আচরণের ধারা ও প্রথা তৈরি করে। মানুষের মূল্য হয় নামমাত্র। ফলে ক্ষমতাকে শাসকশ্রেণীর হাত থেকে সম্মিলিত মানুষের দিকে বিস্তৃত করতে হবে।

৩। এই মানুষ, যাকে তিনি নিজ দিব্যতা দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন সে খলিফা। খলিফা হওয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ দুনিয়াবি সব প্রতিষ্ঠানের সার্বভৌমত্বের ঊর্ধ্বে। খলিফা হিসেবে সে যখন শর্ত পূরণ করবে, তখন সে সর্বপ্রকার জুলুম, বেইনসাফি ও শয়তানের বিনাশকারী। এই মানুষ হাজির হয়েছে দুনিয়ার সমস্ত কিছুর চেয়ে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও মহিমা নিয়ে। এই খলিফা হাজির হয়েছে আল্লার জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে। আল্লাহ তাকে হাজির করে, নিজের ইচ্ছা, প্রেম ও রবুবিয়্যতের প্রতিনিধিত্বকে হাজির করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছা অদৃশ্য, জাহেরে অনুপস্থিত। খলিফা মানুষের উপস্থিতি অনুপস্থিতির উপস্থিতি। তার ইচ্ছা ও ফিতরতের সাক্ষাৎ সাক্ষ্য। ফলে মানুষের সত্য মূর্ত হবে আল্লাহর সত্যকে মূর্ত করার মধ্য দিয়ে। আল্লাহর সত্য হলো তার প্রেম প্রতিপালন ও অন্যান্য গুণাবলী থেকে বিকশিত ব্যবস্থাপনার অনুবর্তিতা। সেই সত্য কেবল আল্লাহর কেতাবে নিহিত আছে, তা নয়। সৃষ্টিজগতের সর্বত্র আছে। প্রকৃতির সর্বত্র আছে। যা প্রতিফলিত হয় প্রাকৃতিক স্বাভাবিকতায়, ইতিহাসের স্বাভাবিকতায়, মানবকর্মের স্বাভাবিকতায়। কিন্তু এসব বিষয়ে যা যা ঘটে, তাকে আমরা কিভাবে স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক বলে শনাক্ত করব? সেটা করব দুই আইনের সম্মিলনের দিকে তাকিয়ে। এই সামঞ্জস্য প্রতিফলিত হবে আইন, বিচার, শাসন ও সমাজদর্শনে।

৪। আমাদের বুঝতে হবে মানুষ, বিশেষার্থে 'জনগণ'-ইতিহাসের একমাত্র জাহের কর্তাশক্তি। কেননা এই মানুষের ওপরে সৃষ্টিজগতে কোনো ক্ষমতা বা শাসক নাই। আল্লাহর খলিফা হওয়ার কারণে মানুষই ইতিহাসের কর্তাশক্তি। আমরা হেদায়েতের ওপর চলি, ইতিহাসের সদর রাস্তায় এবং একই সময়ে বৈপ্লবিক রূপ নিয়ে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে হাজির হই। শরিয়ার এজতেহাদি বিষয়সমূহ ওহির প্রিন্সিপলসকে অবলম্বন করে অগ্রসর হয়। এই অগ্রসরমানতা আমাদের প্রাকৃতিক বিকাশেরই বিভিন্ন 'অবস্থা'। ইজতেহাদ এমন চলমানতা, যা যেকোনো পরিবর্তনের মধ্যে আপনাকে বর্তমান রাখে। আধুনিক, উত্তরাধুনিক, ঔপনিবেশিক-উত্তর ঔপনিবেশিক যেকোনো কালপর্বে মানুষ ও প্রকৃতির সহজাত সত্য ও স্বাভাবিকতাকে অবলম্বন ও ধারণের জন্য যে জ্ঞান ও চিন্তাশৃঙ্খলা, তা সরবরাহ করে সে। ফলে যেকোনো স্থানিক বাস্তবতা বা কালিক বাস্তবতায় মিথস্ক্রিয়াসমূহকে বিচারের অগ্রসর ও টেকসই উদ্ভাবনী প্রয়াস চালানোর দরোজা উন্মুক্ত রেখেছে ইসলাম। সেই সব বিচার কোনোভাবেই কালের স্বভাব ও চরিত্রের মাত্রাসমূহে ভুলে থাকা যাবে না। স্থানিকতার স্বভাব ও মাত্রাসমূহকে উপেক্ষা করা যাবে না। এর মানে পরিষ্কার। আল্লাহর কর্মের যে ফিতরাত বা সুন্নাত জগতশৃঙ্খলার প্রকৃতিসমূহকে পরিচালনা করে, তার সাথে আল্লাহর কালাম বা কোরআনে প্রতিফলিত ফিতরাত বা শরিয়তের সামঞ্জস্য প্রশ্নাতীত। কিন্তু মানুষের সহজাত প্রকৃতি থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করার ফলে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তা থেকে উত্তরণের পথ খোলা রয়েছে। সঙ্কটের মূলে যেহেতু পশ্চিমের ইতিহাস থেকে জন্ম নেয়া জীবনের প্রান্তিক দর্শন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা, তাকে তাই পরিষ্কার করতে হবে।

৫। ২০২৪ এর অভ্যুত্থান আপাতত আমাদের সামনে রাষ্ট্রের যে বিনির্মাণের সুযোগ নিয়ে হাজির হয়েছে, তা হলো সাংবিধানিক ও কাঠামোগত রূপান্তর। আমরা রাষ্ট্র বলতে সর্বোচ্চ দুইটা ব্যবস্থা নিতে পারি : এক. রাষ্ট্র হবে বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক, যাকে বলা হয় গণ-অভিপ্রায়ের সার্বভৌম রূপ। আমরা যদি জনগণের আকাঙ্ক্ষার একটা দলিল লিখতে পারি, জনগণের জন্য একটা গঠনতন্ত্র বানাতে পারি, তাহলে আমরা ঐতিহাসিকভাবে অন্তত রাষ্ট্রকে নিজেদের কর্তাসত্তার রূপে রূপ দেয়ার সুযোগ পাবো। দুই. আমরা এই রাষ্ট্রকে এমন একটা 'পর্যায়' প্রদান করতে পারি, যার মধ্যে জনগণ-সামষ্টিক ও রাজনৈতিক অর্থেই তার রেভুলেশনারি স্পিরিট রিমেইন করার ক্ষমতা সম্পন্ন থাকবে। সে চাইলেই তার ঐতিহাসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক বিকাশের সফরের মধ্য দিয়ে নিজেকে সর্বদাই রাষ্ট্র হিসাবে কায়েম করার সুযোগ পাবে। কিন্তু এটা কোনো শেষ গন্তব্য নয়। আমাদেরকে পশ্চিমের ইতিহাস থেকে জন্ম নেয়া রাষ্ট্রচিন্তার হেজিমনিমুক্ত হতে হবে। ঔপনিবেশিক আইনের রিভিউ করে আইনব্যবস্থার নবগঠন নিশ্চিত করতে হবে। সমস্ত কিছুর লক্ষ্য হবে আদল-ইনসাফ। যা জনআকাঙ্ক্ষা ও গণচেতনা ও সামাজিক স্বভাবকে গঠনের মধ্য দিয়ে ফিতরাত বা প্রকৃতির সেই স্বাভাবিকতার গন্তব্যে উপনীত হবে, যেখানে আমরা সব কিছুকে দাঁড় করাব সত্য ও সর্বজনীন কল্যাণের সহজাত শৃঙ্খলার ওপর।

প্রেসিডেন্ট যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলেন

মাহবুব মাসুম
লেখক ও গবেষক

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস কলোনিগুলোকে নতুন সংবিধান তৈরির তাগাদা দেয়, যাতে দ্রুত রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলা যায়। নতুন তৈরি করা প্রায় সবগুলো সংবিধানেই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথা থাকলেও নিউইয়র্ক ছাড়া সব জায়গাতেই নির্বাহী বিভাগের প্রধানের পদটি দুর্বল করে আইন বিভাগের মুখাপেক্ষী করে রাখা হয়। আইনসভার মাধ্যমেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগের প্রধান নির্বাচিত হতেন, নির্বাহী বিভাগের প্রধানদের মেয়াদও করে রাখা হয় এক বছর, ছিল না কোনো ভেটো ক্ষমতাও। ম্যাসাচুসেটসে গভর্নর আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত না হলেও প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা গভর্নরের ক্ষমতা সীমিত করা হয়। থমাস জেফারসনের মতো অনেকেই আইনসভার ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণের সমালোচনা করেছিলেন। ভার্জিনিয়ার গভর্নর জেফারসনের মতামত ছিল, এক ব্যক্তি স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারলে ১৭৩ জনের ভার্জিনিয়ার আইনসভাও স্বৈরতন্ত্র তৈরি করতে পারবে। এসব অভিজ্ঞতা নিয়েই ডেলিগেটেরা ১৭৮৭ সালের সাংবিধানিক কনভেনশনে গিয়েছিলেন, অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন নির্বাহী বিভাগকে শক্তিশালী করতে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেবল আমেরিকানদের প্রাত্যহিক জীবনের অংশ নন, বরং পৃথিবীজুড়েই মানুষ প্রেসিডেন্টকে সব ধরনের সংবাদ ও প্রচারমাধ্যমে দেখেন। প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের নেতৃত্ব দেন, একই সঙ্গে পৃথিবীজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন।

নতুন পলিসি প্রবর্তন, অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সংকট, বৈশ্বিক রাজনীতির পরিবর্তন কিংবা রাষ্ট্রীয় সফর-যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সব সময় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে তাই পৃথিবীজুড়েই থাকে তুমুল আগ্রহ, এটিকে আখ্যায়িত করা হয় বৈশ্বিক রঙ্গমঞ্চ হিসেবেও। বর্তমানে প্রেসিডেন্ট অভ্যন্তরীণ আর পররাষ্ট্রসংক্রান্ত প্রায় সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া ও দেনদরবার করার ক্ষমতা ভোগ করলেও প্রেসিডেন্ট পদটি তৈরির সময় পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার সময় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে উঠেছিল। ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত থমাস পেইনের বই কমন সেন্স ৩ মাসে ১ লাখ ২০ হাজার কপি বিক্রি হওয়া সেটিই প্রমাণ করে। এই বইয়ে আমেরিকান বিপ্লবের ফলে রাজতন্ত্র তৈরির সম্ভাবনা একেবারে খারিজ করে দেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস কলোনিগুলোকে নতুন সংবিধান তৈরির তাগাদা দেয়, যাতে দ্রুত রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলা যায়। নতুন তৈরি করা প্রায় সবগুলো সংবিধানেই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথা থাকলেও নিউইয়র্ক ছাড়া সব জায়গাতেই নির্বাহী বিভাগের প্রধানের পদটি দুর্বল করে আইন বিভাগের মুখাপেক্ষী করে রাখা হয়।

আইনসভার মাধ্যমেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগের প্রধান নির্বাচিত হতেন, নির্বাহী বিভাগের প্রধানদের মেয়াদও করে রাখা হয় এক বছর, ছিল না কোনো ভেটো ক্ষমতাও। ম্যাসাচুসেটসে গভর্নর আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত না হলেও প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা গভর্নরের ক্ষমতা সীমিত করা হয়।

থমাস জেফারসনের মতো অনেকেই আইনসভার ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণের সমালোচনা করেছিলেন। ভার্জিনিয়ার গভর্নর জেফারসনের মতামত ছিল, এক ব্যক্তি স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারলে ১৭৩ জনের ভার্জিনিয়ার আইনসভাও স্বৈরতন্ত্র তৈরি করতে পারবে। এসব অভিজ্ঞতা নিয়েই ডেলিগেটেরা ১৭৮৭ সালের সাংবিধানিক কনভেনশনে গিয়েছিলেন, অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন নির্বাহী বিভাগকে শক্তিশালী করতে।

নির্বাহী বিভাগকে শক্তিশালী করার প্রশ্নটা কনভেনশনে দীর্ঘ বিতর্কের মধ্য দিয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের আর্কিটেক্ট জেমস ম্যাডিসন এ নিয়ে তাঁর দোদুল্যমানতা চিঠিতে জানিয়েছিলেন জর্জ ওয়াশিংটনকে। আজকে যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রেসিডেন্ট থাকাকে আমরা স্বাভাবিকভাবে নিলেও কনভেনশনে এটি নিয়ে বিতর্ক হয়েছে।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, রাল্ডোলফরা চেয়েছেন বহু নির্বাহীর নেতৃত্ব, পেনসিলভানিয়ার ডেলিগেট জেমস উইলসন প্রস্তাব দেন একক নেতৃত্বের। প্রাথমিক বিতর্ক শেষে একক নেতৃত্বের প্রস্তাব পাস হয়, সঙ্গে শর্ত সাপেক্ষে দেওয়া হয় ভেটো ক্ষমতাও। তবে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা নিয়ে নতুন বিতর্ক তৈরি হয় নিউ জার্সি প্ল্যান উত্থাপিত হলে।

প্রায় আড়াই শতাব্দী পার করেছে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র, কখনোই অনির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা যায়নি।

প্রেসিডেন্টই একমাত্র পদ, যেখানে সব আমেরিকানের ম্যান্ডেট নিয়ে একজন ব্যক্তি নির্বাচিত হন।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্টের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া ও কংগ্রেসের কাছে জবাবদিহির দুটি সুযোগই রাখা হয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরীণ সব নীতিতে প্রেসিডেন্ট যেমন ভূমিকা রাখেন, দেশের বাইরে ভূমিকা রাখেন প্রধান কূটনৈতিক হিসেবে।

বিতর্ক শেষে সেপ্টেম্বরের ৮ তারিখ পেনসিলভানিয়ার ডেলিগেট মরিসের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের কমিটি হয়, কমিটির দায়িত্ব ছিল সংবিধানের চূড়ান্ত খসড়া লেখা। দীর্ঘ সময় নিউইয়র্কে থাকা মরিস ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন শক্তিশালী নির্বাহী বিভাগের পক্ষে। সর্বশেষ যে সংবিধান প্রস্তুত হয়, তার আলোকে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতার কিছু পরিসর স্পষ্ট হয়।

প্রথমত, কংগ্রেসের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। দুর্বল নির্বাহী বিভাগে প্রেসিডেন্ট সব সিদ্ধান্তে কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন, শক্তিশালী নির্বাহী বিভাগের মডেলে কংগ্রেসকে পাস কাটিয়ে প্রেসিডেন্ট যা ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রে এমন একটি মডেল তৈরি করা হয়, যাতে প্রেসিডেন্ট স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন আবার কংগ্রেসের কাছেও জবাবদিহির সুযোগ রাখা হয়।

দ্বিতীয়ত, দুর্বল নির্বাহী বিভাগ মডেলে একাধিক প্রেসিডেন্ট থাকেন, সবল নির্বাহী বিভাগে থাকেন একজন। কনস্টিটিউশনাল কনভেনশন শেষে যে সংবিধান গৃহীত হয়, সেখানে একক প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি কিছু বিষয়ে সিনেটের পরামর্শক কমিটি তৈরির সুযোগ রাখা হয়। আইনসভায় তৈরি হওয়া আইনকে বাতিল করা কঠিনই রাখা হয়, নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব থাকে প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বাধীন বিভাগের ওপরই।

তৃতীয়ত, দুর্বল নির্বাহী বিভাগের মডেলে প্রেসিডেন্ট আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত হন, পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সবল নির্বাহী বিভাগের মডেলে আবার ঠিক উল্টোটা। বিতর্ক শেষে ইলেকটোরাল কলেজের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বিধান তৈরি হয়, সেখানে কোনো মেয়াদসীমা ছিল না। পরবর্তী সময়ে জর্জ ওয়াশিংটনের মাধ্যমে দুই মেয়াদের বেশি প্রেসিডেন্সি না করাটা প্রথায় পরিণত হয়, যেটি আইনে পরিণত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে।

চতুর্থত, যাঁরা শক্তিশালী আইনসভার পক্ষে ছিলেন, তাঁদের চাওয়া ছিল কংগ্রেস চাওয়ামাত্রই সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে প্রেসিডেন্টকে অভিশংসন করার ক্ষমতা। আবার শক্তিশালী নির্বাহী বিভাগের পক্ষের লোকজন চাচ্ছিলেন, এই ক্ষমতা আইন বিভাগ বা বিচার বিভাগের কাছে গেলেও তাঁকে অত্যন্ত সংকুচিত করে রাখতে। সর্বশেষ প্রেসিডেন্টকে হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর সিনেটে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার আলোকে অভিশংসনের সুযোগ রাখা হয়।

পঞ্চমত, দুর্বল নির্বাহীরা সাধারণত আইনসভা কর্তৃক দেওয়া সীমিত ক্ষমতা ভোগ করতেন। বিপরীতে ছিল সংবিধান থেকে অসীম ক্ষমতা পাওয়ার সুযোগ, যেখানে আইনসভা কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। সংবিধানে প্রেসিডেন্টকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেয়, সঙ্গে যুক্ত করে দেয় কংগ্রেসের জবাবদিহি চাওয়ার সুযোগও। যেমন প্রেসিডেন্ট সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পান, কিন্তু যুদ্ধ শুরুর জন্য প্রয়োজন আইনসভার অনুমোদন। জর্জ ওয়াশিংটন কিংবা জন অ্যাডামসের সময় শত্রুপক্ষের কোন যুদ্ধযানে আক্রমণ করা হবে, যুদ্ধের গতি কোন দিকে যাবে-সেটিও কংগ্রেসই ঠিক করত। এখন অবশ্য প্রেসিডেন্টরা এসব সিদ্ধান্ত নিজেরাই নেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষাও করেন।

ষষ্ঠত, পররাষ্ট্রনীতি আর যুদ্ধের ব্যাপারে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করা হয়। পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে কংগ্রেসের অনুমোদনক্রমে নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ থেকে কর্মকর্তাদের নিয়োগ করার সুযোগ পান প্রেসিডেন্ট। যুদ্ধ শুরুর ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের যেমন কংগ্রেস থেকে অনুমোদন নিতে হয়, প্রেসিডেন্টের করা সব চুক্তিতেও সিনেটের অনুমোদন নেওয়ার বিধান রাখা হয়। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা প্রায় সব সময়ই নিরঙ্কুশ ছিল, এখনো আছে।

সপ্তমত, শক্তিশালী আইনসভার পক্ষের ডেলিগেটরা প্রধান নির্বাহীকে কোনো ভেটো ক্ষমতা দিতে চাননি। পাস হওয়া সংবিধানে প্রেসিডেন্টকে ভেটো ক্ষমতা দেওয়া হয়, একইভাবে সিনেটকেও ভেটো ক্ষমতায় নেওয়া সিদ্ধান্ত উল্টে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে।

যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন থেকে জর্জ ওয়াশিংটন-৪৬ জন এই দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মধ্যে প্রায় আড়াই শতাব্দী পার করেছে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র, কখনোই অনির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা যায়নি। দুটি বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে নেতৃত্ব দিয়েছে পুঁজিবাদী বিশ্বের। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বেড়েছে, বেড়েছে বৈশ্বিক আবেদনও। বেশ কিছু কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের অনেক সুসংহত প্রতিষ্ঠান থাকার পরও প্রেসিডেন্ট পদই মুখ্য হয়েছে।

প্রথমত, প্রেসিডেন্টই একমাত্র পদ, যেখানে সব আমেরিকানের ম্যান্ডেট নিয়ে একজন ব্যক্তি নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের অনুমোদন সাপেক্ষে তিনি নির্বাহী বিভাগে যে কাউকে নিয়োগ দিতে পারেন, আবার তাঁকে পদচ্যুতও করতে পারেন। জর্জ ডব্লিউ বুশের সময় প্রেসিডেন্টের এই নির্বাহী ক্ষমতার প্রয়োগ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অনেকের।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক পরিচিতি সংঘাত নিরসনের ক্ষেত্রে যেমন আছে, সংঘাত তৈরি কিংবা সংঘাতের পক্ষ হওয়ার ক্ষেত্রেও আছে। প্রেসিডেন্ট সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, যুদ্ধ ঘোষণা করেন, ক্ষেত্রবিশেষে কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই ট্রুপস মবিলাইজ করতে পারেন, বিভিন্ন সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্টতার মাত্রা নির্ধারণ করেন-এসব প্রেসিডেন্টকে দেশে-বিদেশে আলোচনার কেন্দ্রে রাখে।

তৃতীয়ত, কংগ্রেস একটি বিশাল নির্বাহী বিভাগ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অনুমোদন দিয়েছে। বর্তমানে নির্বাহী বিভাগে দুই মিলিয়নের বেশি মানুষ কর্মরত। সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ, যেখানে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতার কথা আলোচনা করা হয়েছে, সেখানকার ভাষাগত অস্পষ্টতা প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাকে বৃদ্ধির সুযোগ দিয়েছে। প্রধান নির্বাহী হিসেবে দেশের অভ্যন্তরীণ সব নীতিতে প্রেসিডেন্ট যেমন ভূমিকা রাখেন, দেশের বাইরে ভূমিকা রাখেন প্রধান কূটনৈতিক হিসেবে। পৃথিবীজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য দেশের হওয়া চুক্তিগুলোর মূল অনুমোদনও আসে প্রেসিডেন্ট থেকেই।

চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বর্তমান ক্ষমতা অনেকটা যুক্তরাজ্যের সংবিধানের মতো অলিখিত হয়ে গেছে। কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া ট্রুম্যান যেভাবে কোরিয়ায় সামরিক বাহিনী পাঠিয়েছিলেন, সেটি কংগ্রেসের সীমাবদ্ধতাকেই তুলে ধরে। ট্রুম্যানের মতো পরবর্তী সময়ে অনেক প্রেসিডেন্টই যুদ্ধ ঘোষণা না করে বিদেশের মাটিতে সৈন্য পাঠিয়েছেন। ১৯৭৩ সালে কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া দুই মাসের বেশি বিদেশের মাটিতে সৈন্য রাখার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এরপরও বৈশ্বিক সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্টতা কমেনি।

পঞ্চমত, প্রেসিডেন্টরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে যখন ক্ষমতা সংহত করেছেন, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট এসে সেই সংহত অবস্থান থেকে নিজের প্রেসিডেন্সি শুরু করেছেন। যেমন থিওডর রুজভেল্টের সময়ই যুক্তরাষ্ট্র বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে। জাপানের উত্থানের মধ্যে প্যাসিফিকে স্বার্থ রক্ষায় মধ্যস্থতা করেন পোর্টমাউথ চুক্তিতে, সৈন্য পাঠান কিউবা আর ডমিনিকান রিপাবলিকে। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী পৃথিবীজুড়ে অগ্রসর হতে শুরু করে, দ্রুত এগিয়ে যায় আমেরিকার শিল্পায়ন।

উড্রো উইলসন এসে দেশের অর্থনীতি সংস্কারের পাশাপাশি প্রথম বিশ্বযুদ্ধেও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব দেন, প্রস্তাবনা দেন লিগ অব ন্যাশনস তৈরির। ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট এসে মহামন্দা কাটানোর জন্য যুদ্ধ—অর্থনীতি তৈরি করেন, এখনো যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির বড় অংশ আসে অস্ত্র ব্যবসা থেকে। এর পাশাপাশি ছিল বৈশ্বিক মঞ্চে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মধ্যস্থতা করার ক্ষমতা, যেটি যুক্তরাষ্ট্রকে পরিণত করে পুঁজিবাদী পৃথিবীর নেতা হিসেবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস যে ইতিহাসবিদেরা প্রেসিডেন্টের মেয়াদ দিয়ে ভাগ করে লেখেন, রাজনীতি আর ক্ষমতার প্রশ্নের প্রাসঙ্গিক কারণেই সেটা হয়।

শুক্রবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪
২৯ ভাদ্র ১৪৩১

প্রবাসে বাংলার কথা বলে
ওয়েব নিউজ

আন্দোলনের তোপের মুখে পড়ে (৫ আগস্ট) দেশত্যাগ করে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। গণভবন দখলে নেয় ছাত্র-জনতা। ছবি : সংগৃহীত

যেভাবে শেখ হাসিনার পতন হলো

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার নিয়ে শিক্ষার্থীদের গণআন্দোলনে ৬১ দিন তোলপাড় ছিল সারা দেশ। শিক্ষার্থীদের এ আন্দোলন থামাতে পেটোয়া বাহিনী ছাত্রলীগ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে ব্যবহার করে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ। ২০০৮ সাল থেকে টানা ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থেকে হত্যা, নৈরাজ্য ও লুটপাট করে মানুষের আস্থা হারায় শেখ হাসিনার সরকার।

কোটা সংস্কার নিয়ে চলা দীর্ঘ আন্দোলনের তোপের মুখে পড়ে (৫ আগস্ট) দেশত্যাগ করে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। তার পদত্যাগের পর থেকেই বিপদে পড়ে যান আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। শুরু হয় ক্ষমতার পালাবদলের গুঞ্জন।

দীর্ঘ ৬১ দিনের ঘটনাপ্রবাহে যেদিন যা হয়েছে-

৫ জুন, বুধবার: কোটা বাতিলের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন হাইকোর্ট।

৬ জুন, বৃহস্পতিবার: কোটা বাতিল করে আদালতের রায়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভে নামেন শিক্ষার্থীরা।

৯ জুন, রোববার: হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ।

১ জুলাই, সোমবার: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক আন্দোলনের সূচনা হয়। বিক্ষোভ হয় ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, জগন্নাথ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। চাকরিতে কোটা বাতিলের দাবিতে তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

৭ জুলাই, রোববার: সারা দেশে 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচি পালন করা হয়। ব্যাপক বিক্ষোভে অচল হয়ে যায় রাজধানী। পরের দিনও 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

৯ জুলাই, মঙ্গলবার: সারা দেশে সড়ক ও রেলপথের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সকাল-সন্ধ্যা ব্লকেড অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। কোটা বহাল রেখে দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিলে আইনজীবীর মাধ্যমে পক্ষভুক্ত হন দুই শিক্ষার্থী।

১০ জুলাই, বুধবার: কোটা পুনর্বহাল করে হাইকোর্টের আদেশের ওপর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের চার সপ্তাহের স্থিতাবস্থা, ৭ আগস্ট পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারণ।

১৪ জুলাই, রোববার: কোটা পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়ে হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ। এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলা 'রাজাকার' শব্দটির জের ধরে রাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ।

১৫ জুলাই, সোমবার: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায় ছাত্রলীগসহ সরকার সমর্থকরা।

১৬ জুলাই, মঙ্গলবার: আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল দায়ের। সড়ক অবরোধ, সারা দেশে ব্যাপক সহিংসতার ঘটনা ঘটে এবং ছয়জনের প্রাণহানি হয়। রংপুরে পুলিশের 'গুলিতে' বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী আবু সাঈদ নিহতের ঘটনা ভিডিও প্রকাশ পায়।

পরে সারা দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের হল বন্ধের ঘোষণা আসে।

১৭ জুলাই, বুধবার: আগের রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে ছাত্রলীগ নেতাদের বের করে দিয়ে কক্ষ ভাঙচুর করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গায়েবানা জানাজা করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ হয়। এদিন বিক্ষোভের কেন্দ্রের ছিল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। শীর্ষ আদালতের রায় আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান তিনি।

রাতে যাত্রাবাড়ি এলাকায় সংঘাতের সূত্রপাত হয়। যাত্রাবাড়িতে মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের টোলপ্লাজা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

১৮ জুলাই, বৃহস্পতিবার: আন্দোলনে সহিংসতা অব্যাহত। মেরুল বাড্ডায় পুলিশ অবরুদ্ধ, পরে হেলিকপ্টারে উদ্ধার। বিটিভি ভবনে অগ্নিসংযোগ। সেতু ভবন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবনসহ বিভিন্ন সরকারি স্থাপনায় হামলা, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ।

পুলিশের সাথে বিক্ষোভকারীদের দফায় দফায় সংঘাত সংঘর্ষে শিক্ষার্থীসহ বিক্ষোভকারী হতাহত। ৫৬ শতাংশের পরিবর্তে ২০ শতাংশ কোটার প্রস্তাব আওয়ামী লীগের।

আন্দোলনকারীদের সাথে আলোচনায় বসতে সরকার রাজি বলে জানান আইনমন্ত্রী। আলোচনার প্রস্তাব নাকচ আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের। রাত ৯টা থেকে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ।

১৯ জুলাই, শুক্রবার: ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক সংঘর্ষ, পরিস্থিতি থমথমে। মেট্রোরেল স্টেশন, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের টোল প্লাজা, মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়ামসহ বিভিন্ন সরকারি স্থাপনায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী গ্রেফতার। ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ থাকায় সর্বক্ষেত্রে স্থবিরতা। রাত ১২টা থেকে কারফিউ জারি। সারা দেশে সংঘর্ষে অন্তত ৫৬ জন নিহত।

প্রধানমন্ত্রীর 'প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া', দুই মন্ত্রীর পদত্যাগসহ ৯ দফা দাবি দিয়ে শাটডাউন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় তিন মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন আন্দোলনকারীদের তিন নেতা। সেখানে ৮ দফা দাবি তুলে ধরেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক সারজিস আলম ও হাসনাত আব্দুল্লাহ এবং সহ-সমন্বয়ক হাসিব আল ইসলাম।

বৈঠকে সরকারের তরফে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এবং তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত উপস্থিত ছিলেন।

২০ জুলাই, শনিবার: কারফিউয়ের মধ্যেও ঢাকা, সাভার, গাজীপুর, ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন স্থানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে বিক্ষোভকারীদের সংঘাত। বহু বিক্ষোভকারী হতাহত।

আইনমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও তথ্য প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে কোটা সংস্কার আন্দোলনের তিন সমন্বয়কারীর বৈঠক। আন্দোলনকারীদের আট দফা দাবি পেশ। এই বৈঠক নিয়ে সমন্বয়কদের মধ্যে মতভেদ। সহিংসতায় ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে অন্তত ২৬ জন নিহত।

২১ জুলাই, রোববার: কোটা নিয়ে আপিল বিভাগের শুনানি, কোটা পুনর্বহাল নিয়ে হাইকোর্টের রায় বাতিল। মেধা ৯৩ শতাংশ, মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৫ শতাংশ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোটা ১ শতাংশ, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ কোটা ১ শতাংশ নির্ধারণের আদেশ। তবে সরকার চাইলে বদলানোর সুযোগ রাখা হয়।

২২ জুলাই, সোমবার: কমপ্লিট শাটডাউন ৪৮ ঘণ্টার জন্য স্থগিতের ঘোষণা দেন কোটা আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম। এ সময়ের মধ্যে তারা চার দফা দাবির বাস্তবায়ন দেখার জন্য সরকারকে আলটিমেটাম দেন।

সাধারণ ছুটির মেয়াদ মঙ্গলবার পর্যন্ত বাড়ানোর ঘোষণা আসে। কারফিউও বাড়ানো হয় এদিন।

কোটা সংস্কার আন্দোলনের সহিংসতায় চার দিনে অন্তত ১৩১ জনের নিহত হওয়ার খবর আসে সংবাদমাধ্যমে। পাঁচ শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতারের খবর আসে।

২৩ জুলাই, মঙ্গলবার: রাতে অগ্রাধিকার বিবেচনা করে সীমিত পরিসরে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা ফেরে। পরদিন রাতে সারা দেশে বাসাবাড়িতেও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা সচল হয়।

২৪ জুলাই, বুধবার: নির্বাহী আদেশে তিনদিন সাধারণ ছুটির পর অফিস খোলে। কারফিউ শিথিলের সময় বাড়ানোয় বেলা ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত অফিস কার্যক্রম চলে।

২৬ জুলাই, শুক্রবার: আহতদের দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং ধ্বংসযজ্ঞ দেখতে বাংলাদেশ টেলিভিশনে যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বক্তব্যকে বিকৃত করার অভিযোগ করে তিনি বলেন, "তারা তাদের রাজাকার বলে পরিচয় দিল, আমি তাদের রাজাকার বলিনি।"

ধানমণ্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিন সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ ও আবু বাকের মজুমদারকে হেফাজতে নেয় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তাদের আটক করা হয়নি। নিরাপত্তার জন্য হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

২৭ জুলাই, শনিবার: আহতদের দেখতে পঙ্গু হাসপাতালে যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিএনপি, জামায়াত-শিবিরের সহিংসতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতি পঙ্গু করতে এই ধ্বংসযজ্ঞ।

২৮ জুলাই, রোববার: কোটা সংস্কার আন্দোলনে নিহত শিক্ষার্থী আবু সাঈদসহ নিহতদের একটি অংশের পরিবারের সঙ্গে গণভবনে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আহতদের দেখতে রাজারবাগের পুলিশ হাসপাতালে যান তিনি।

আন্দোলন ঘিরে সহিংসতায় ১৪৭ মৃত্যুর তথ্য দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। যদিও গণমাধ্যমের হিসাবে সংখ্যাটি দুই শতাধিক।

১০ দিন পর মোবাইল ইন্টারনেট ফেরে এদিন।

২৯ জুলাই, সোমবার: সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধের বিষয়ে ঐকমত্য হয় ১৪ দলীয় জোটের বৈঠকে। সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি ঘিরে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

'শেখ হাসিনার পতনের পেছনে গ্যাং অব ফোর'

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পতন ও দেশত্যাগের পেছনে চারজনের একটি চক্র বা 'গ্যাং অব ফোর' দায়ী বলে দাবি করেছেন এক আওয়ামী লীগ নেতা।

ওই নেতার বরাতে ভারতীয় গণমাধ্যম দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এক প্রতিবেদনে বলছে, চারজনের ওই চক্রটি শেখ হাসিনাকে দেশের বাস্তব অবস্থা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা বলেছে, যারা মনে করেন শেখ হাসিনার তাদের এমন পরিস্থিতিতে ফেলে চলে গেছেন যে, এখন তাদের জীবন বিপন্ন। বিক্ষুব্ধ জনতা এখন তাদের বাড়িঘর ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান টার্গেট করছে।

আওয়ামী লীগের এক নেতা ভারতীয় এই সংবাদপত্রকে বলেন, 'সেদিন বিকেল ৩টার দিকে (৫ আগস্ট) সেনাপ্রধান যখন জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন এবং জনগণ টিভিতে তার বক্তব্য শুনছিল, আমরা ঠিক সে সময় বাড়ি থেকে বের হওয়ার সুযোগ পাই।'

'ধরা পড়লে পরিবারসহ আমাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হতো,' বলেন বিগত সরকারের এক মন্ত্রী।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বলছে, আওয়ামী লীগের কিছু নেতা জুলাই মাসে শিক্ষার্থীসহ বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানোর জন্য অনুতপ্ত হন এবং পরে ৩-৪ আগস্ট দেশব্যাপী জনগণ যখন রাস্তায় নামে তখন তারাও যোগ দেন।

এক নেতা অভিযোগ করে জানান, শেখ হাসিনা তাদের কথা শোনা বন্ধ করে দিয়েছেন। এর পেছনে তিনি দলের ভেতরের 'দ্য গ্যাং অব ফোর' চক্রকে দায়ী করেন।

চক্রের সদস্য হিসেবে তিনি শেখ হাসিনার ছেলে ও আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়, বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান,

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

শেখ হাসিনার পতনে কর্তৃত্ব হারাচ্ছে ভারত

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত হয়ে এই মুহূর্তে ভারতে অবস্থান করছেন শেখ হাসিনা। গণমাধ্যমসহ সব ধরনের প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছেন তিনি। এরই মধ্যে একমাস পূর্ণ করেছে শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। বাংলাদেশে ক্ষমতার এই পটপরিবর্তনে ইতোমধ্যে ঢাকার ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব হারাতে শুরু করেছে ভারত, যা দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ব্যাপারে নতুন কর্মপন্থা নিয়ে ভাবতে বাধ্য করছে মোদি সরকারকে।

সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) এমনটিই দাবি করা হয়েছে 'শ্রীলঙ্কা গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে। লঙ্কান সংবাদমাধ্যমটি অবশ্য বলছে, স্পষ্টতই বাংলাদেশে প্রভাব কমছে ভারতের, তবে বাংলাদেশের সঙ্গে দেশটির সম্পর্ক কোন দিকে যাবে, সেই চলকগুলো এখনও রয়েছে নয়াদিল্লির নিয়ন্ত্রণে।

ভারতের কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাম্প্রতিক এক বক্তব্যকে উদ্ধৃত করে নিবন্ধটিতে বলা হয়েছে, রাজনাথ সিং সম্প্রতি যা বলেছেন তার পেছনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, তিনি ঘরোয়া নির্বাচনী এলাকায় ভাষণ দিতে চেয়েছিলেন এবং ভারতীয় জনগণকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছিলেন।

তিনি তার বক্তৃতায় যা উল্লেখ করেছেন তা থেকে এটি বেশ স্পষ্ট যে তাদের অপ্রত্যাশিত কিছু মোকাবিলা করতে হবে। তার এই 'অপ্রত্যাশিত' শব্দটি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি মূলত বাংলাদেশের সাম্প্রতি পট-পরিবর্তনকে বোঝাতে চেয়েছেন, যেটাকে ভারতের জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। মূলত ভারতের সংবাদমাধ্যম এবং কয়েকজন নীতিনির্ধারক গত ৫ আগস্টের পর তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

'ইন্ডিয়া'স গ্রিপ অন বাংলাদেশ ইজ স্লিপিং: নো লংগার এ পন ইন রিজিওনাল পলিটিক্স' শীর্ষক নিবন্ধে

SRI LANKA Guardian

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, 'আমি মনে করি ভারতের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনী ব্যবস্থাকে আশ্বস্ত করা দরকার ছিল- 'দেখুন, এটি অপ্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু আমরা এটির দিকে নজর রাখছি,' বা 'আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি, আমরা জানি সেখানে কী ঘটছে।' আমি নিশ্চিত, ভারতের বেশির ভাগ অংশ অবশ্যই এই ঘটনায় পুরোপুরি হতবাক হয়েছে, কারণ গত এক দশক বা তারও বেশি সময় ধরে ভারত বলে আসছি- বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সবচেয়ে ভালো।'

নিবন্ধে ড. ইমতিয়াজ বলেন, এখন এখানে যে পয়েন্টটি অনুপস্থিত তা হলো, ভারতের সম্পর্ক বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে ছিল না; ছিল একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে। আর সেটাই ব্যর্থ হয়েছে। আমি নিশ্চিত তারা এখন বুঝতে পেরেছে, কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক না করে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অনেক ভালো।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার (৫ সেপ্টেম্বর) ভারতের লখনৌতে জয়েন্ট কমান্ডার কনফারেন্সের শেষদিনে বক্তব্য দেন দেশটির কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। মাসখানেক আগে বাংলাদেশের সরকার পতনের বিষয়টি সামনে এনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের তিনি বলেন, 'এসব ঘটনা বিশ্লেষণ করুন, ভবিষ্যতে ভারত কী ধরনের সমস্যায় পড়তে পারে সেটি নিরূপণের চেষ্টা করুন এবং অপ্রত্যাশিত যেকোনো কিছু মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকুন।'

সেদিন রাজনাথ আরও বলেন, ভারত-চীন সীমান্তে ও প্রতিবেশী দেশগুলোতে যা হচ্ছে, তা এই অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলছে।

ক্ষমতার শেষ কয়েক ঘণ্টা কেমন ছিল শেখ হাসিনার?

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলনের জেরে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে চলে গেছেন শেখ হাসিনা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একদফা দাবির দ্বিতীয় দিনেই সরকারের পতন ঘটে। ১৫ বছরের বেশি সময়ে ক্ষমতায় থাকা শেখ হাসিনার শেষ কয়েক ঘণ্টা কেমন ছিল?

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে গণভবনে শেষ কয়েক ঘণ্টা কেমন কেটেছে তাঁর। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যমতে, গতকাল বেলা আড়াইটার পর সামরিক উড়োজাহাজে করে শেখ হাসিনা দেশ ছাড়েন রাজনৈতিক আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে। এর আগে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছিলেন তিনি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেই বুঝতে পেরে শেখ হাসিনার উপদেষ্টাসহ কয়েকজন নেতা। কিছুতেই তিনি মানতে চাচ্ছিলেন না পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেই। সোমবার কারফিউ কড়াকড়ি করতে চাপ দেন রাষ্ট্রীয় বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের।

বিভিন্ন বাহিনীর উচ্চপর্যায়ের একাধিক সূত্রের বরাতে একটি গণমাধ্যম জানায়, সকাল ১০টার দিকে তিন বাহিনীর প্রধান ও পুলিশের মহাপরিদর্শককে গণভবনে ডাকেন শেখ হাসিনা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না নিতে পারায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে বিশ্বাস করে তাদের শীর্ষ পদে নিয়োগ দিয়েছেন বলেও হতাশা প্রকাশ করেন। পুলিশ ভালো ভূমিকা রাখছে, বাকিদেরও কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেন।

পরিস্থিতি আর সামাল দেওয়া যাবে না উল্লেখ করে তাঁকে পদত্যাগের কথা বলা হয়। তবে তিনি তা মানতে চাচ্ছিলেন না। পরে কর্মকর্তারা শেখ রেহানার সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থির কথা জানান। শেখ রেহানা তখন বড় বোনকে বোঝান। তবে তাতেও রাজি হননি শেখ হাসিনা। পরে এক শীর্ষ কর্মকর্তা কথা বলেন সজীব ওয়াজেদ জয়ের সঙ্গে। পরে জয়ের কথায় পদত্যাগে রাজি হন শেখ হাসিনা। তবে জাতির উদ্দেশে একটি ভাষণ রেকর্ড করতে চান।

তবে গণভবন অভিমুখে লাখ লাখ ছাত্র-জনতা আসছে এমন সংবাদে মাত্র ৪৫ মিনিট সময় দেওয়া হয় শেখ হাসিনাকে। ফলে ভাষণ রেকর্ড করার সময় পাননি তিনি। এরপর তেজগাঁওয়ের পুরোনো বিমানবন্দরে হেলিপ্যাডে আসেন শেখ হাসিনা। সেখানে তাঁদের কয়েকটি লাগেজ ওঠানো হয়। তারপর তাঁরা বঙ্গভবনে যান। সেখানে পদত্যাগের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে বেলা আড়াইটার দিকে সামরিক হেলিকপ্টারে করে ছোট বোনসহ ভারতের উদ্দেশে উড্ডয়ন করেন শেখ হাসিনা।

দুপুর আড়াইটার দিকে গণভবনে পদত্যাগের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে শেখ হাসিনা। ছবি : সংগৃহীত

২২ দিনের সংঘাতে অন্তত ৬৫০ নিহতের তথ্য জাতিসংঘের

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবি থেকে সরকার পতন আন্দোলন এবং তার পরবর্তী সহিংসতায় অন্তত ৬৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে তথ্য দিয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাই কমিশনারের কার্যালয়-ইউএনএইচসিআর।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক আন্দোলন-বিক্ষোভ ও অস্থিতিশীলতা নিয়ে শুক্রবার প্রকাশ করা প্রাথমিক প্রতিবেদনে এই তথ্য দিয়েছে সংস্থাটি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংবাদমাধ্যমের প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং আন্দোলনকারীদের তথ্য অনুযায়ী ১৬ জুলাই থেকে ১১ অগাস্টের মধ্যে ছয় শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন।

"এর মধ্যে ১৬ জুলাই থেকে ৪ অগাস্টের মধ্যে প্রায় ৪০০ মৃত্যুর খবর রয়েছে। আর ৫ থেকে ৬ অগাস্টের পরে বিক্ষোভের নতুন ঢেউয়ে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ২৫০ জনের।"

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রত্যাশীদের আন্দোলনের মধ্যে জেলায় জেলায় সহিংসতায় মাত্র তিন সপ্তাহে কয়েকশ মানুষের প্রাণহানির তথ্য আসে।

অগাস্টের শুরুতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সরকারবিরোধী থেকে সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়। ৫ অগাস্ট আন্দোলনকারীদের ঢাকামুখী লং মার্চের মধ্যে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে ভারতে চলে যান। এরপর বিভিন্ন থানা, আওয়ামী লীগের কার্যালয় ও নেতাকর্মীদের বাড়ি, হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ও উপাসনালয়ে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করা হয়। সরকারবিহীন সাংবিধানিক সংকটের চার দিনে বহু মানুষের মৃত্যুর খবর আসে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের দাবি তোলার কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে সহিংসতার ঘটনা স্বাধীনভাবে তদন্তের প্রস্তাব শেখ হাসিনার সরকারকে দিয়েছিল জাতিসংঘের ইউএনএইচসিআর। ওই সময় এই বিশ্ব সংস্থা থেকে সহায়তা নেওয়ার কথা সরকারের পক্ষ থেকে বলা হলেও স্বাধীনভাবে তদন্তের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর বাংলাদেশে গত কয়েক সপ্তাহে সহিংসতার ঘটনা তদন্তে জাতিসংঘের তথ্যঅনুসন্ধানী মিশন (ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন) পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউএনএইচসিআর।

আগামী সপ্তাহে প্রাথমিক তদন্তের জন্য একটি দল পাঠানোর আগে শুক্রবার প্রাথমিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করল ইউএনএইচসিআর।

নিহতদের মধ্যে প্রতিবাদকারী, পথচারী, খবর সংগ্রহ করতে যাওয়া সাংবাদিক এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য থাকার কথা তুলে ধরে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "হাজার হাজার প্রতিবাদকারী ও পথচারী আহত হয়েছেন, রোগীদের ঢল নামায় হাসপাতালগুলো চিকিৎসা দিতে হিমশিম খায়। "নিহতের এই সংখ্যা বাস্তবতা থেকে কম হতে পারে। কেননা, কারফিউয়ে চলাচল নিয়ন্ত্রণে থাকা, ইন্টারনেট বন্ধ থাকার কারণে তথ্য সংগ্রহ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। হাসপাতালগুলোকে নিহত ও আহতের বিস্তারিত তথ্য দিতে সরকারের দিক থেকে বাধা দেওয়ার খবরও প্রকাশ হয়েছে।"

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকার পতনের পর ৭ থেকে ১১ অগাস্ট 'প্রতিশোধমূলক হামলায়' নিহতের সংখ্যা এখনও নির্ধারিত হয়নি, যার মধ্যে সহিংসতায় আহত হয়ে হাসপাতালে মৃতরাও রয়েছেন।

বেশিরভাগ হতাহতের পেছনে নিরাপত্তা বাহিনী ও আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনকে দায়ী করা হচ্ছে। বিক্ষোভকারীদের ওপর তাজা গুলি ও অতিশক্তি প্রয়োগের কারণে এসব হতাহত হয়। বিপরীতে প্রতিবাদকারীরা বিক্ষুব্ধ থাকলেও সশস্ত্র ছিল না বা হালকা সশস্ত্র ছিল বলে দাবি করা হচ্ছে।

নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য 'হুমকি' না হওয়া স্বত্ত্বেও বিক্ষোভকারীদের ওপর 'বেআইনিভাবে' মারণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের উদাহরণ থাকার কথাও বলা হয় প্রতিবেদনে।

এ ক্ষেত্রে রংপুরে পুলিশের সামনে হাত প্রসারিত করে দাঁড়ানো আবু সাঈদের 'গুলিতে' নিহত হওয়ার এবং ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে আহত একজনকে হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টাকালে তার ওপর সাদা পোশাকে পুলিশের গুলি করার উদাহরণ টেনেছে জাতিসংঘ।

৫ অগাস্ট সরকার পতনের পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ ও পুলিশের ওপর 'প্রতিশোধমূলক' আক্রমণের কথাও তুলে ধরা হয়েছে প্রতিবেদনে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, "১৫ অগাস্ট উত্তেজিত জনতা লাঠি, লোহার রড ও পাইপ দিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সমর্থকদের ওপর হামলার খবর হয়েছে। সাংবাদিকদেরও আক্রমণ করা হয়েছে এবং ঘটনার ছবি-ভিডিও ধারণে বাধা দেওয়া হয়েছে।"

সরকার পতন-পরবর্তী সব ঘটনার সঠিক তদন্ত ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার আহ্বান রেখে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাই কমিশনার ফলকার টুর্ক বলেন, "আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের নিয়ম-নীতি মেনে শক্তি প্রয়োগের বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পাল্টা আক্রমণ ও প্রতিশোধমূলক সহিংসতা থেকে সংখ্যালঘুসহ জনসাধারণকে অবশ্যই সুরক্ষা দিতে হবে তাদের।"

৫ আগস্ট দুপুরে গোপনে পদত্যাগ করে শেখ হাসিনা একটি সামরিক বিমানে ভারতে পালিয়ে যান। ছবি : সংগৃহীত

ভারতের 'র' ও শেখ হাসিনার পরবর্তী পরিকল্পনা কী?

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তবে মিশন থেকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, আন্দোলনকারীদের সাথে হিযবুত তাহরীর সংশ্লিষ্টতা ও তাদের ভাবাদর্শ নিয়ে একটি ভয় তৈরি করার দিকে। দ্য মিরর এশিয়া জানতে পেরেছে, ইতিমধ্যে 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী' তিনজন বামপন্থী সাবেক ছাত্রনেতার সাথে পশ্চিম বাংলায় দিল্লিতে কর্মরত একজন সাংবাদিক দীর্ঘক্ষণ আলাপ করেছেন। তাদের সাথে ভবিষ্যতে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

এদিকে, বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যে 'র' এর মধ্যে একটি উপ-গ্রুপ করা হয়েছে 'বাংলা মিশন' সম্পন্ন করার জন্য। সম্প্রতি চিকেন নেক নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহর মন্তব্য ও সেভেন সিস্টার নিয়ে সমন্বয়কদের কারো কারো বক্তব্যকেও আমলে নিয়েছে বাংলাদেশ নিয়ে গঠিত গোয়েন্দা উপ-টিম 'বাংলা মিশন'। তাদের প্রত্যেকের ফেসবুক স্ট্যাটাসকে হিন্দি ও ইংরেজিতে অনুবাদ করে ভিক্টর-২ এর টেবিলে দেওয়া হয়েছে। ভিক্টর-২ হলো 'র' এর একটি প্রোটোকল, যার কাছে বাংলাদেশ সম্পর্কিত সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে, আন্দোলনকারী সমন্বয়কদের নিয়ে ও তাদের আদর্শিক ধারণা নিয়ে দিল্লির দুটি ও আসামের একটি থিংক ট্যাংক গত ২০ দিন ধরে গবেষণা করেছে। তিনটি সংস্থার রিপোর্ট বলছে, সমন্বয়করা যে দল গঠন করতে যাবে তা হবে একটি ভারতবিরোধী রাজনৈতিক দল। বামপন্থি বৈপ্লবিক ধারণা তারা পোষণ করলেও তাদের সাথে ধর্মের বিরোধ থাকবে না। এই আদর্শের ফলে মূলত দেশের বামপন্থিদের রাজনৈতিক স্পেস একেবারে শূন্য হয়ে যাবে বলে মনে করছেন গবেষকরা। ফলে তারা বামদের সাথে তরুণদের একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হবে বলে ধারণা করছেন। সে চিন্তা থেকেই 'র' বামপন্থি ছাত্র নেতাদের সাথে যোগাযোগ করছে।

এছাড়া সম্প্রতি হয়ে যাওয়া গণঅভ্যুত্থানকে তারা একটি দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তি দিতে চাইলে বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধের একচ্ছত্র বয়ান ক্ষুণ্ন হবে বলে মনে করছেন, যা ঢাকায় ভারতের সফট পাওয়ারকে দুর্বল করে দেবে। এই গণঅভ্যুত্থানের চেতনাকে বৃহত্তর পরিসরে গ্রহণ করা হলে, 'র' এর দ্বিতীয় পরিকল্পনা 'রিসেটেল আওয়ামী লীগ-২০২৫'-ও খুব কঠিন হয়ে যাবে।

দিল্লিভিত্তিক একজন বাংলাদেশ গবেষক দ্য মিরর এশিয়াকে বলছিলেন, হাসিনার অসাধারণ ক্ষমতা আছে কামব্যাক করার। তিনি ৮১-তে, ৯৬-তে কামব্যাক করেছেন। ২০০৪ সালের গ্রেনেড হামলা থেকে বেঁচে গিয়ে তিনি ২০০৯ সালে অপ্রতিরোধ্যভাবে ফিরে এসেছেন। আমি মনে করি, হাসিনা ফিরতে পারবেন আবার, তিনি হয়ত দিল্লি থেকে দল পরিচালনা করবেন। কিন্তু তার দল ফিরতে পারবে। তবে সেখানে সংকট হবে গণঅভূত্থানের ইতিহাসকে জাতীয় ইতিহাস, সাহিত্যকর্মের অংশ করে একটি আদর্শিক ভিত্তি তৈরি করলে। তাই আমরা ছাত্রদের বেশি সময় দিতে চাই না। ভারত মনে করছে, বিএনপি আমলে বরং আওয়ামী লীগ বেশি নিরাপদ থাকবে। বিএনপির নানা সংকট সামনে চলে আসলে, বিএনপি-জামায়াতের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তৈরি হলে আওয়ামী লীগ একটা পলিটিকাল স্পেস পেতে পারে।

আসাম থেকে একজন বাংলাদেশ এক্সপার্ট কথা বলেছে দ্য মিরর এশিয়ার সাথে। তিনি বলেছেন, হাসিনা নর্থ ইস্টের সাথে ভারতের মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার যে কথা বলছিলেন, সে স্বপ্ন একেবারে ভেঙে গেছে। বিএনপি এ ক্ষেত্রে ভারতকে সহযোগিতা করবে না। নতুন রাজনৈতিক দল হবে অনেক বেশি তারুণ্য নির্ভর, তারা কূটনীতির চেয়ে রাজনৈতিক ভাষায় বেশি কথা বলবেন। এমনকি তাদের কিছু সিদ্ধান্ত সেভেন সিস্টারের নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে বলে আমরা মনে করছি।

ফলে এই মুহূর্তে ভারতের অগ্রাধিকার হলো- তরুণদের কোন দল গঠনের সুযোগ না দিয়ে বর্তমান সরকারকে নভেম্বরের মধ্যে হিযবুত তাহরির ও শিবির প্রভাবিত সরকার বলে একটা অস্থিরতা তৈরি করা। অন্যদিকে নির্বাচনের পরিবেশের কথা বলে আগামী ছয় মাসের মধ্যে আওয়ামী লীগকে প্রকাশ্য রাজনীতিতে নিয়ে আসা, যেমনটা দ্য মিরর এশিয়ার সপ্তাহ ধরে চলা অনুসন্ধানে উঠে এসেছে।

বিপ্লবী কবি সোহেলের দু'টি বই নিয়ে আলোচনা সভা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কাব্যগ্রন্হের উপর আলোকপাত করেন কবি ও সাংবাদিক শাহ সুহেল আহমদ। কবি'র লেখনির অনুভূতি প্রকাশ করেন সম্ভবের ডানা ও দাবানল (দ্বৈত) কাব্যগ্রন্হের রচয়িতা কবি সোহেল আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস যুক্তরাজ্য'র প্রতিষ্ঠাতা সাধারন সম্পাদক তাজুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক মাসুক আহমদ, যুক্তরাজ্যের বিস্টল সিটির সাবেক লর্ড মেয়র ফারুক চৌধুরী, বাংলাদেশ জার্নালিষ্ট ইউনিয়ন ফ্রান্সের সভাপতি মান্নান আজাদ, সলিডারিতে আঁজি ফ্রন্সের চেয়ারম্যান এম কে নয়ন, ফ্রান্স বাংলাদেশ কনিউনিটি নেতা সৈয়দ রাজা, সিলেট সোশ্যাল ক্লাব ফ্রান্সের সভাপতি এখলাসুর রহমান, কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব রেজাউল করিম, অনলাইন এক্টিভিষ্ট মীর জাহান, সাবেক সভাপতি ফেরদৌস আলম(যুক্তরাজ্য), গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস যুক্তরাজ্য'র সহ-সভাপতি ইকবাল হুসেন, ব্যবসায়ী জুনেদ আহমদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন ফ্রান্সের সহ সভাপতি আলতাফুর রহমান, প্যারিস বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি এনায়েত সুহেল, লিগ্যাল এইডের পরিচালক আজাদ মিয়া, ফরাসী শিক্ষক সৈয়দ মন্জুরুল কাদির ইরফান, কথা সাহিত্যিক ইসরাত ফ্লোরা, মিসেস ফারুক চৌধুরী, সৈয়দ নিপা, সংগঠনের উপদেষ্টা জবরুল ইসলাম, মানবাধিকার পরিবেশবাদী সংবাদিক শেখ এমরান, সাংবাদিক অনুক্ত কামরুল।

বক্তারা বলেন দীর্ঘ ফ্যাসিবাদের সময় কবিতার মাধ্যমে যে বিপ্লব তিনি সৃষ্টি করেছেন, স্বৈরাচারের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে দাবানলের মত যে দ্রোহের আগুন ছড়িয়েছেন, রাজপথে থাকা ছাত্র জনতাকে বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করেছেন, শক্তি যোগিয়েছ্ন স্বপ্ন দেখিয়েছেন নতুন সম্ভাবনার ইতিহাস তা মনে রাখবে। প্যারিসের ঐতিহাসিক রিপাবলিক চত্তরে তার স্বরচিত আগুন ঝরা কবিতা পাঠে ফ্যাসিবাদ পতনের সহায়ক হিসেবে কাজ করেছিল। অনুষ্ঠানে তার সৃষ্টি আরো অনেক ক্ষুরধার সাহসিক কবিতার জন্য তাকে 'বিপ্লবী কবি' আখ্যায়িত করেন।

আলোচনা অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্হিত ছিলেন ফ্রান্সে বাংলাদেশ কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সিলেট সদর ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ফ্রান্স'র সাবেক সভাপতি শাহ জামাল, প্রবীন মুরব্বি লুৎফুর রহমান, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস যুক্তরাজ্য'র কোষাধ্যক্ষ মিকাইল চৌধুরী, প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সম্পাদক সাব্বির আহমদ সাহেদ, প্রচার সম্পাদক আলী হুসেন, বাংলাদেশী বংশদ্ভুত ফরাসি নাট্য অভিনেতা শোয়েব মুজাম্মেল, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সৈয়দ জেলাস, বাংলা মাল্টিমিডিয়ার সত্তাধিকারী ও রাজনীতিবিদ মুহিব আহমদ, ক্বারী মির্জা শফিকুল ইসলাম, সাবেক সজ্জন ছাত্রনেতা আবু সালেহ শামীম, রেকল আহমদ, কবি রুবেল আহমদ, প্রতিদিনের বাংলাদেশ পত্রিকার ফ্রান্স প্রতিনিধি, বাংলা টিভির সাংবাদিক রাসেল আহমদ, প্রথম আলো ও দেশ টেলিভিশনের ফ্রান্স প্রতিনিধি সাংবাদিক বদরুল বিন আফরোজ, আমাদের সময়ের পত্রিকার প্রতিনিধি আশিক আহমদ উল্লাস, রাকিবুল হাসান, এসিস্ট্যান্ট সোশ্যাল রেজাউল করিম, সিরাজ সিকদার, মিনহাজ উদ্দিন, শাহরিয়ার হুসেন, ছয়ফুল আলম, দানিয়াল আহমদ, রাজু আহমদ, মেহেদি রনি, মহিউদ্দিন সুহেল, সুহেল আহমদ, মুহাম্মদ আল আমিন, সামাদুর রহমান অপু, জাহেদ আহমদ খান, ফয়সল ভুইয়া, সাবেক ছাত্রনেতা সামসুদ্দিন আহমদ, জুবের আহমদ শাহরাজ চৌধুরী রাহি, তুহিন চৌধুরী, ফাহিম আহমদ চৌধুরী, মিজানুর রহমান, এস এম আজিজ, কাইয়ুম আহমদ, নজমুল , জামিল আহমদ, রুহুল আমীন, আরিফ আহমদ, আবু সালেহ রতন, দিদার আহমদ, মন্জুর আলম, পারভেজ, শাহরিয়ার, তুহিন আহমদ তন্ময়, নাঈম আহমদ, জামিল আহমদ রায়হান, জাহানঙ্গীর আলম, ফখরুল ইসলাম, রেজাউল করিম, জুয়েল আহমদ, জাকির আহমদ, সজল আহমদ, রাজন আহমদ, মাজু আহমদ প্রমূখ।

'প্রেসিডেন্টের দুবাই কানেকশন নিয়ে নানা কৌতূহল'

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

সম্প্রতি বাংলাদেশের অন্যতম বহুল প্রচলিত সংবাদপত্র মানবজমিনের একটি প্রতিবেদন নিয়ে পাঠকমহেল আলোচনা-সমালেচনা চলছে। প্রেসিডেন্টের দুবাই কানেকশন নিয়ে নানা কৌতূহল, দৈনিক মানবজমিনের শিরোনামে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত মহয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট মো. সাহাবুদ্দিনের মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম, দুবাইতে পার্টনারশিপ ব্যবসা এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে রেসিডেন্সি থাকার খবরে নড়েচড়ে বসেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ নিয়ে রীতিমতো তোলপাড় চলছে। বিশেষ করে প্রেসিডেন্টের দুবাই কানেকশন নিয়ে দেখা দিয়েছে নানা কৌতূহল।

মানবজমিনের অনুসন্ধান বলছে, গত মার্চে সর্বশেষ দুবাই সফর করেন প্রেসিডেন্ট মো. সাহাবুদ্দিন। সে সময় দুই রাষ্ট্রের যথাযথ প্রটোকলে তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে সেখানে দুই রাত কাটান।

পরিভ্রমণ করেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের আকাশচুম্বী ভবন বুর্জ আল খলিফা। তার সম্মানে ছিল রিভার ক্রুজ এবং গালা ডিনারের আয়োজন। যেখানে আরব আমিরাতে বড় বিনিয়োগকারী প্রেসিডেন্টপুত্র আরশাদ আদনান রনিও অংশ নেন।

দায়িত্বশীল কূটনৈতিক সূত্র মতে, বিদেশে প্রেসিডেন্টের সহায়-সম্পত্তি থাকার তথ্যের প্রাথমিক সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর সরকারের একাধিক সংস্থা বিস্তৃত তদন্ত শুরু করেছে। বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নয় বরং সরকারের অন্য অর্গান এ নিয়ে কাজ করছে জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, বিষয়টি খুবই সংবেদনশীল। সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষ এটা দেখছে।

তিনি বলেন, কোনো এক পর্যায়ে হয়তো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে যুক্ত করা হবে, বিষয়টির আইনগত অনেক দিক আছে। প্রেসিডেন্টের নিজের ব্যাপার আছে। সার্বিক বিবেচনায় এ নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিজে থেকে নাড়াচাড়া করতে চায় না। এটা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জুরিসডিকশনের মধ্যেও পড়ে না।

তবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দায়িত্বশীল কূটনৈতিক সূত্রগুলো মানবজমিনকে জানিয়েছে- প্রেসিডেন্টের একমাত্র ছেলে আরশাদ আদনান রনির দুবাইতে ব্যবসা রয়েছে।

সেটির সূত্র ধরেই দুবাইয়ের একটি কোম্পানিতে প্রেসিডেন্টের বিনিয়োগ এবং আমিরাতে রেসিডেন্সি বা বসবাসের অনুমতি পেয়েছেন তিনি।

ঢাকাকে বিরক্ত না করতে দিল্লিকে বার্তা দেবে যুক্তরাষ্ট্র

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

না। এ সঙ্গে সংগতি রেখে বাংলাদেশ প্রস্তুতি নিচ্ছে। আলোচনায় ঢাকার পক্ষ থেকে কী গুরুত্ব দেওয়া হবে— জানতে চাইলে তিনি বলেন, স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।

কেন আলোচনায় লু

সফরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলে ডোনাল্ড লুর চেয়ে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা থাকলেও আলোচনায় উঠে এসেছে তাঁরই নাম। কারণ মার্কিন এ জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক বাংলাদেশে পা রাখার আগে ভারতে নেতৃত্বে দেবেন ২+২ ইন্টারসেশনাল সংলাপে। এতে ডোনাল্ড লুর সঙ্গে মার্কিন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন দেশটির প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রিন্সিপাল ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেদিদিয়া পি রয়্যাল। আর ভারতের পক্ষে সংলাপে নেতৃত্ব দেবেন দেশটির পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমপর্যায়ের কর্মকর্তারা। সূত্র জানায়, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কর্মকর্তা পর্যায়ের এ সংলাপে ভারতের পক্ষ থেকে অন্যান্য সহযোগিতার পাশাপাশি বরাবরের মতো নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হবে। এর আগে এ ধরনের সংলাপে বারবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। নাম না প্রকাশের শর্তে ভারতীয় এক কূটনীতিক সমকালকে বলেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল নিয়ে যে ধরনের মাথাব্যথা ছিল, তা একেবারে দূর হয়েছিল। নিরাপত্তার জন্য আলাদা করে ওই অংশটিতে বাড়তি অর্থ খরচ করতে হয়নি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে সেখানে এক প্রকার অনিশ্চয়তায় পড়েছে ভারত। শেখ হাসিনাকে নিয়ে দিল্লি যে পরিমাণ আত্মবিশ্বাসী ছিল; বর্তমান সরকার নিয়ে তা সেই পর্যায়ে নেই। ওই কূটনীতিক জানান, ভারত বর্তমানে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন, ঢাকায় ভারতবিরোধী প্রচারণা ও জঙ্গিবাদের প্রভাব বিস্তারের মতো বিষয়গুলো তুলে ধরবে। তবে যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে জঙ্গিবাদ ইস্যুকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না, যেমনটি ৯/১১ টুইন টাওয়ার হামলার পর দিয়েছিল। সে অবস্থান থেকে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম অধিকারের মতো বিষয়গুলোকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। অন্যদিকে মার্কিন কূটনৈতিক সূত্র বলছে, দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম অধিকারের মতো বিষয়গুলো উপেক্ষিত ছিল। যেহেতু শেখ হাসিনার সরকার ভারতের কথা শুনত, তাই এ চ্যালেঞ্জগুলো উত্তরণে ওয়াশিংটন একাধিকবার দিল্লির সঙ্গে আলোচনা করেছে। তবে ভারত বরাবরই নিরাপত্তার অজুহাতে বিষয়গুলোকে এড়িয়ে গেছে। এখন ঢাকাকে বিরক্ত না করা বা কোনো চাপ প্রয়োগ না করার জন্য দিল্লিকে বার্তা দেবে ওয়াশিংটন। সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি টেলিফোনে কথা বলেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে। ফোনালাপের পর মোদি এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছিলেন, বাইডেনের সঙ্গে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে জো বাইডেন তাঁর এক্স হ্যান্ডলে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ইস্যু নিয়ে কিছু বলেননি। এদিকে গত ১০ সেপ্টেম্বর ভারতের দ্য ইকোনমিক টাইমস ডোনাল্ড লুর সফর নিয়ে লিখেছে, ১০ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর তিনি ভারত ও বাংলাদেশ সফর করবেন। ভারতের সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ উঠে আসবে। তাতে বাংলাদেশের চলমান সংকটগুলো বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ভারতবিরোধী প্রচারণা, উগ্রবাদীদের প্রভাব বিস্তার নিয়ে দুই দেশ আলোচনা করবে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে ডোনাল্ড লুর সফর নিয়ে বলা হয়েছে, মার্কিন ইন্টার-এজেন্সি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বাংলাদেশ সফরে যোগ দেবেন লু। কীভাবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের চাহিদায় সহযোগিতা করতে পারে— তা নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবে প্রতিনিধি দলটি।

ফরাসি উপকূল থেকে ৫৭ অভিবাসী উদ্ধার, নিখোঁজ ২

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ভয়াবহ নৌকাডুবির ঘটনায় ১২ জন নিহত হয়েছিল। নিখোঁজ অভিবাসীদের উদ্ধারে ন্যাশনাল সি রেসকিউ সোসাইটি (এসএনএসএম), শুল্ক অধিদপ্তরের জাহাজ, হাইড্রোগ্রাফিক জাহাজ এবং ফরাসি নৌবাহিনীর ডাউফিন হেলিকপ্টার ব্যবহার করে সমুদ্রে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে।

স্থানীয় বুলন সুর মের প্রসিকিউটর কার্যালয় জানিয়েছে, শনিবার দুপুরের দিকে পুরো উপকূলে অভিযান চালানো শেষে নিখোঁজদের সন্ধানে অভিযান সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এ ঘটনায় একটি বিচারিক একটি তদন্ত খোলা হয়েছে।

২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত চ্যানেল পাড়ি দিতে গিয়ে নিহত হয়েছে ৩৭ জন অভিবাসী।

নিয়োগের পরদিনই সিলেটের ডিসি প্রত্যাহার

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

সিলেটের জেলা প্রশাসক (ডিসি) পি কে এম এনামুল করিমকে নিয়োগ দেওয়ার পরদিনই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উপসচিব শের মাহবুব মুরাদকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১০ সেপ্টেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনে শের মাহবুব মুরাদকে নিয়োগ দেয়। একই প্রজ্ঞাপনে এনামুল করিমকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

আগেরদিন সোমবার দেশের ২৫ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দেয় সরকার। এর মধ্যে সিলেটে জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে পি কে এম এনামুল করিমকে নিয়োগ দেওয়া হয়।

সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দুই প্রজ্ঞাপনে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তবে নিয়োগের পরদিনই তাকে প্রত্যাহার করে নিল সরকার।

আওয়ামী লীগের শাসনামলে ২০১৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ফেনী শহরের এসএসকে সড়কে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানকালে এক ব্যাংক কর্মকর্তাকে প্রকাশ্যে চড়-থাপ্পড় মেরেছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পি কে এম এনামুল করিম। সেই ঘটনায় বিব্রত হয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

যেভাবে শেখ হাসিনার পতন হলো

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

৩০ জুলাই, মঙ্গলবার: কোটা আন্দোলন ঘিরে সহিংসতায় নিহতদের স্মরণে সারা দেশে শোক পালন করা হয়। সেই কর্মসূচি প্রত্যাখ্যান করে ফেসবুক প্রোফাইল লাল করার এবং চোখে কালো কাপড় বেঁধে ছবি পোস্ট করার আহ্বান জানায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

৩১ জুলাই, বুধবার: আন্দোলনে হত্যার বিচার দাবিতে 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচি পালন। কর্মসূচি ঘিরে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘাত হয়। সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে বিক্ষোভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পদযাত্রা ঘিরে ধস্তাধস্তি হয়।

সুষ্ঠু তদন্তে আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতা চান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তথ্যানুসন্ধান দল পাঠানোর আগ্রহ দেখায় জাতিসংঘও।

১ অগাস্ট, বৃহস্পতিবার: ডিবি কার্যালয় থেকে মুক্তি পান বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ৬ সমন্বয়ক। নিহতদের স্মরণে 'রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোজ' শিরোনামে কর্মসূচি পালন করা হয়। কুমিল্লা, নারায়াণগঞ্জ ও বরিশালে সংঘাত।

কোটা আন্দোলনে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য জামায়াত-শিবির ও এর অঙ্গ সংগঠনকে নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার।

২ অগাস্ট, শুক্রবার: গণমিছিলে হামলা সংঘর্ষ, পুলিশসহ ২ জন নিহতের খবর পাওয়া যায়।

৩ অগাস্ট, শনিবার: আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, তাদের জন্য গণভবনের দরজা খোলা। সেই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন আন্দোলনকারীরা।

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের বিশাল জমায়েত থেকে সরকার পতনের এক দফা দাবি আসে।

ঢাকার পরিবেশ অনেকটা শান্তিপূর্ণ থাকলেও অন্তত ১১ জেলায় হামলা, ভাংচুর ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। অন্তত একজনের প্রাণহানি হয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, প্রধানমন্ত্রী চাইলে পদত্যাগ করবেন তিনি। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন আর 'অরাজনৈতিক নেই'। হামলা হলে আত্মরক্ষায় তার 'জবাব' দেওয়া হবে।

৪ অগাস্ট, রোববার: অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম দিনে মাঠে নামার ঘোষণা দেয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। সারা দেশে ব্যাপক সংঘাতে শতাধিক মানুষের প্রাণহানি হয়। নিহতদের মধ্যে অন্তত ১৪ জন পুলিশ সদস্য এবং আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ১৯ নেতাকর্মী।

শাহবাগে ব্যাপক জমায়েতের মধ্যে সোমবার 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি ঘোষণা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, "ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক সবাইকে নিরাপদে ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গি হামলা হচ্ছে। জঙ্গি হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

৫ অগাস্ট, সোমবার: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বানে 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতে যোগ দিতে ঢাকামুখী হন বিপুল সংখ্যক ছাত্র-জনতা।

পদত্যাগ করে ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন বলে খবর আসে।

দেশ পরিচালনায় অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হবে বলে জানান সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।

ঢাকার পথে পথে এদিন আনন্দ মিছিল চলে। জনতা গণভবনের দখল নেয়, নিয়ে যায় বিভিন্ন জিনিসপত্র। বিভিন্ন থানায় থানায় হামলা হয়, আক্রান্ত হয় বঙ্গবন্ধু ভবন, আওয়ামী লীগ কার্যালয় এবং বহু নেতার বাড়ি। সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে বিএনপি, জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। পরে তিনি জানান, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচিত করা হবে। আইন অনুযায়ী বর্তমান সংসদ বিলুপ্ত করা হবে।

৬ অগাস্ট, মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন সংসদ বিলুপ্তির ঘোষণা দেন।

৮ অগাস্ট, বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে শপথ গ্রহণ ককরেন। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হন শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

'শেখ হাসিনার পতনের পেছনে গ্যাং অব ফোর'

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের নাম উল্লেখ করেন।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে তিনি বলেন, 'এই "গ্যাং অব ফোর" তাকে (শেখ হাসিনাকে) পতনের দিকে নিয়ে গেছে। এই লোকেদের ওপর তার অন্ধ বিশ্বাস তৈরি হয়। এতে অতীতে তার যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল তা নষ্ট হয়েছে।'

চলতি বছরের জানুয়ারির নির্বাচনে বিএনপিকে অংশ নিতে না দেওয়াকে হাসিনার 'বড় ভুল' বলে উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা।

সূত্রের বরাত দিয়ে পত্রিকাটি বলেছে, লন্ডনে নির্বাসিত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে আওয়ামী লীগের কিছু নেতা মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন।

কিন্তু শেখ হাসিনা নির্বাচনের এক বছর আগে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে তারেকের সঙ্গে যোগাযোগের প্রস্তাবে সাড়া দেননি। ২০০৪ সালে আওয়ামী লীগের সমাবেশে শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড হামলার পরিকল্পনার জন্য তারেককে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন, 'দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, পুলিশের নৃশংসতার কারণে জনগণের মধ্যে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল সেটা আমরা বুঝেছিলাম...এবং বিএনপিকে নির্বাচনে আনতে পারলে সেই ক্ষোভ হয়ত কেটে যেত। এরপরও আমরা নির্বাচনে জয়ী হতাম, দল ক্ষমতায় থাকত।'

সূত্রের বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়, জুলাইয়ের প্রথমদিকে বিক্ষোভ শুরু হলে আওয়ামী লীগ নেতারা চেষ্টা করেছিলেন শেখ হাসিনাকে ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এতে আরও বলা হয়, 'কফিনে শেষ পেরেকটি পড়ে, যখন গোয়েন্দা পুলিশ ছাত্র নেতাদের তুলে নেয় এবং তাদের ভয় দেখিয়ে আন্দোলন প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছেড়ে দেয়।'

'কৌশলটি ব্যাকফায়ার করে এবং ছাত্ররা জনসমক্ষে বলে দেয় যে কীভাবে তাদের জোর করে আন্দোলন প্রত্যাহার করতে বলা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে একটার পর একটা ঘটনা ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে (শেখ হাসিনাকে) দেশ থেকে পালাতে হয়।'

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানায়, শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ২৪ জন রাজনৈতিক নেতা, ৫ জন বিচারক, বেসামরিক প্রশাসনের ১৯ কর্মকর্তা এবং ২৮ পুলিশ কর্মকর্তাসহ মোট ৬২৬ জনকে আশ্রয় দিয়েছে। সাবেক সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যসহ আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতাকে ইতোমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

যেসব আওয়ামী লীগ নেতা দ্য ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের সঙ্গে কথা বলেছেন, তারা মনে করেন যে, ৭৫ বছর আগে প্রতিষ্ঠা হওয়া দলটি যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিল, অস্তিত্বের সংকট সত্ত্বেও তারা এখনো ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখে।

তারা বলেন, 'এর জন্য শেখ হাসিনার উচিত এমন লোকদের সামনে নিয়ে আসা, যাদের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ আছে।' এক নেতার মতে, 'হয়ত দীর্ঘ সময় লাগবে। মানুষ এখনো বিক্ষুব্ধ। তাদের সময় দিতে হবে।'

হঠাৎ কেন এত লোডশেডিং

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

হঠাৎ করে বিদ্যুতের লোডশেডিং বাড়ছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছে মানুষ। শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে লোডশেডিংয়ের অবস্থা ভয়াবহ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকছে না। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে যাওয়ায় লোডশেডিং বেড়েছে। গ্যাস সংকট ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য সক্ষমতা থাকলেও প্রায় ১০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কম উৎপাদন হচ্ছে। ঢাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) ও ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো)। বিতরণ কোম্পানিগুলো বলছে, চাহিদার অর্ধেক বিদ্যুৎও মিলছে না। তাই লোডশেডিং বেড়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছে মানুষ।

ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতি হচ্ছে। ব্যাহত হচ্ছে সেচ কার্যক্রম। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বড় ধরনের ক্ষতির শঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, জ্বালানি নিশ্চিত না করেই একের পর এক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করেছে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। চাহিদাকেও বিবেচনায় নেয়া হয়নি। ফলে প্রতি বছর বড় সময় অলস বসিয়ে রাখতে হয়েছে বিদ্যুৎকেন্দ্র। দিতে হয়েছে অলস কেন্দ্রের ভাড়া। খরচের চাপ সামলাতে ভোক্তা পর্যায়ে দাম বেড়েছে। সরকারের দায় বেড়েছে। অথচ তিন বছর ধরে গরম বাড়লেই লোডশেডিংয়ে ভুগতে হচ্ছে মানুষকে। নতুন অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়েও পড়েছে একই সমস্যায়। বিদ্যুৎকেন্দ্র চালানোর জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানি নেই। ফলে বেড়েছে লোডশেডিং। সোমবার গড়ে ২ হাজার মেগাওয়াটের বেশি লোডশেডিং করতে হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিতরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দৈনিক প্রায় আড়াই হাজার মেগাওয়াট লোডশেডিং হচ্ছে। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানির (পিজিসিবি) ওয়েবসাইটের তথ্য বলছে, সোমবার বেলা ৩টায় ১ হাজার ৮৭৪ মেগাওয়াট লোডশেডিং হয়। গত রোববারও দেশে গড়ে ১ হাজার ২৯১ মেগাওয়াট লোডশেডিং হয়। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৩ হাজার ৫৯৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ আছে। জ্বালানি সংকটে দেশে ৬ হাজার ২৮৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কমেছে। বিদ্যুতে প্রতিদিন গড়ে ৮৮ কোটি ঘনফুট গ্যাস দেয়া হচ্ছে, যা এপ্রিলে ছিল ১৩৫ কোটি ঘনফুট।

বিগত সরকারের আমলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বড় সুবিধাভোগী ছিল সামিট গ্রুপ। এ গ্রুপটির এলএনজি টার্মিনাল বন্ধ থাকায় গ্যাসের সরবরাহ কমেছে। এতে বড় সংকট তৈরি হয়েছে।

জ্বালানি সংকটের পাশাপাশি ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি কমেছে। ত্রিপুরা থেকে ঘণ্টায় ১৬০ মেগাওয়াটের স্থানে ৬০ থেকে ৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। ভারতের সরকারি-বেসরকারি খাত

থেকে ভেড়ামারা দিয়ে ১ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আসার কথা থাকলেও মিলছে ৮৮০ মেগাওয়াট। আদানির বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকেও ৫০০ মেগাওয়াট কম আসছে। পিজিসিবি'র তথ্যমতে, গতকাল দুপুর ৩টায় বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ১৪ হাজার ৭৫০ মেগাওয়াট। আর বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ১২ হাজার ৭৮৮ মেগাওয়াট। দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২৭ হাজার মেগাওয়াটের বেশি।

ঢাকার দুই বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি ডিপিডিসি ও ডেসকোর তথ্য বলছে, ঢাকায় বিদ্যুতের ঘাটতি ছিল ৪০০ মেগাওয়াট। পরিস্থিতি সামলাতে ডেসকোকে অঞ্চলভেদে ৩ থেকে ৪ বার লোডশেডিং করতে হয়। ডিপিডিসি'র এলাকায় দুই থেকে তিনবার লোডশেডিং হয়। বিদ্যুৎ বিক্রয় বাবদ বকেয়া অর্থ আদায়ে অন্তর্বর্তী সরকারকে তাগাদা দিচ্ছে ভারতের গৌতম আদানির প্রতিষ্ঠান আদানি গ্রুপ। গ্রুপের কর্মকর্তাদের দাবি, বাংলাদেশের কাছে তাদের পাওনা বর্তমানে প্রায় ৫০ কোটি ডলার।

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) সূত্র বলছে, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহের একটি টার্মিনাল (সামিটের মালিকানাধীন) তিন মাস ধরে বন্ধ। এতে গ্যাসের সরবরাহ বাড়ছে না। গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে এক হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন কমেছে। বিল বকেয়া থাকায় আদানির বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে সরবরাহ কমেছে ৫০০ মেগাওয়াট। বেসরকারি খাতের তেলচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকেও সর্বোচ্চ চাহিদায় উৎপাদন করা যাচ্ছে না। কারণ, তারাও অনেক টাকা পাবে। তাই ঘাটতি পূরণে লোডশেডিং করতে হচ্ছে।

কক্সবাজারের মহেশখালীতে দুটি ভাসমান টার্মিনালের মাধ্যমে এলএনজি থেকে আসে ১১০ কোটি ঘনফুট। সামিটের এলএনজি টার্মিনাল গত ২৭শে মে থেকে বন্ধ। এতে এলএনজি সরবরাহ দাঁড়িয়েছে দৈনিক ৬০ কোটি ঘনফুট। পিডিবি'র কর্মকর্তারা বলেন, গ্যাসের সরবরাহ কম, বকেয়া বিলের চাপ থাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কমেছে। বকেয়া পরিশোধে ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার। শিগগিরই পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

নিখোঁজের ২ দিন পর আ. লীগ কর্মীর বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

নিখোঁজের দুই দিন পর সুনামগঞ্জের ছাতকে জিয়াউর রহমান (৫৫) নামে এক ব্যক্তির বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার উপজেলার সিংচাপইর ইউনিয়নের মহদী গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। জিয়াউর রহমান ওই গ্রামের মৃত আলমাস আলী ময়নার ছেলে। তিনি পেশায় একজন মুদি দোকানদার এবং সিংচাপইর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী বলে জানা গেছে।

জাউয়া বাজার পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের পরিদর্শক (ইনচার্জ) আকরাম হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'বস্তাবন্দী লাশের হাত—বাধা ছিল। মুখমণ্ডলও পচে গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, তাকে হত্যা পর বস্তার ভেতর ঢুকিয়ে ঘটনাস্থলে এনে ফেলে গেছে।'

তিনি বলেন, 'লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে হত্যা মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।'

স্থানীয়রা জানান, মহদী গ্রামের ছোট খালে সাদা একটি বস্তার মধ্যে মৃতদেহ সন্দেহে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ খাল থেকে বস্তা খুলে ভেতরে হাত—বাধা অবস্থায় জিয়াউর রহমানের গলিত লাশটি উদ্ধার করে।

নিহতের ভাতিজা সিংচাপইর ইউনিয়নের (ইউপি) চেয়ারম্যান সাহাব উদ্দিন মোহাম্মদ সাহেল আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'গত রোববার রাতে আমার চাচা (জিয়াউর রহমান) নিখোঁজ হন। আমাদের পরিবার আওয়ামী লীগ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। আমার চাচার সঙ্গে স্থানীয় কিছু লোকের রাজনৈতিক বিরোধ রয়েছে। তারাই চাচাকে হত্যা করেছে। আমরা মামলা করব।'

হবিগঞ্জে সালিস বৈঠকে ছুরিকাঘাতে প্রবাসী নিহত

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

মাধবপুরে জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে সালিস বৈঠকে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে কাতারপ্রবাসী ফারুক মিয়া (৪৫) নিহত হয়েছেন। হামলায় তার ভাতিজা রবি মিয়া গুরুতর আহত হন। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার বহরা ইউনিয়নের দলগাঁও গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মাধবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

নিহত ফারুক মিয়া মাধবপুর উপজেলার বহরা ইউনিয়নের দলগাঁও গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে। গুরুতর আহত রবি মিয়া ওই গ্রামের আনোয়ার আলীর ছেলে। ফারুক মিয়া কাতারপ্রবাসী। ১৫ দিন আগে কাতার থেকে ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন।

ফারুকের খালাতো ভাই আনোয়ার আলী বলেন, ফারুক মিয়া ও একই গ্রামের হামিদ মিয়ার মধ্যে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। ফারুক মিয়া ওই জমিতে লাগানো গাছ কাটতে গেলে হামিদ মিয়ার লোকজন বাধা দেয়। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। পরে স্থানীয় কয়েকজন মুরুব্বি বিষয়টি মীমাংসার জন্য উভয় পক্ষকে নিয়ে সোমবার মাগরিবের নামাজের পরে একটি সালিস বৈঠকে বসেন। সালিসের একপর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে তর্কবিতর্ক শুরু হয়। এ সময় প্রতিপক্ষের লোকজন ফারুক মিয়া ও তার খালাতো ভাইয়ের ছেলে রবি মিয়াকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় ফারুক মিয়া ও রবিকে মাধবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়। সেখানে চিকিৎসক ফারুক মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন। রবি মিয়াকে হবিগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতাল পাঠান। হামিদ মিয়া ও তাঁর লোকজন পলাতক থাকায় তাঁদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মাধবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, সালিসের সময় ছুরিকাঘাতে একজন নিহত ও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের আটকের চেষ্টা চলছে।

সিলেট শিল্পনগরীতে দিনে ৫ ঘণ্টা লোডশেডিং

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

সিলেটে বিদ্যুৎ—বিভ্রাটের (লোডশেডিং) কারণে বিপাকে পড়েছেন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) শিল্পনগরীর উদ্যোক্তারা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোডশেডিংয়ের কারণে উৎপাদনে ধস নেমেছে। এভাবে চলতে থাকলে উৎপাদন বন্ধ করা ছাড়া উপায় থাকবে না বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

আজ সোমবার এক বিবৃতিতে নগরের বিসিক শিল্প মালিক সমিতি গোটাটিকরের সভাপতি কাজী মঈনুল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক আলীমুল এহছান চৌধুরী জানান, গোটাটিকর বিসিক শিল্পনগরী এলাকায় হিমাগার, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক শিল্পসহ বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৪৫টি শিল্প কারখানা রয়েছে। প্রতিদিন সেখানে চলছে উৎপাদন কার্যক্রম। এসব কারখানায় প্রায় আড়াই হাজার শ্রমিক কর্মরত।

সংগঠনটি বলছে, এক সপ্তাহ ধরে শিল্পনগরী এলাকায় ভয়াবহ লোডশেডিং চলছে। আগে যেখানে সারা মাসে ১৫-২০ ঘণ্টা লোডশেডিং হতো, সেখানে বর্তমানে দৈনিক ৪-৫ ঘণ্টা লোডশেডিং হচ্ছে। এভাবে বিদ্যুৎ—বিভ্রাটের কারণে কারখানাগুলোর উৎপাদনব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

উৎপাদনব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিকমতো শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দিতে পারছে না। এ ছাড়া ব্যাংক ঋণের টাকায় নির্মিত প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

সংগঠনটির বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সরকার নির্ধারিত ভ্যাট-ট্যাক্সের অর্থ পরিশোধ করা দিন দিন অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে বিদ্যুৎ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রধান প্রকৌশলীর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তাঁরা কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।

এ অবস্থা বেশি দিন চলতে থাকলে কারখানাগুলোতে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি হবে এবং বাজারে অস্থিরতা বিরাজ করবে। শিল্প কারখানার মুনাফার ওপর চাপ পড়বে এবং আয়-প্রবৃদ্ধি ও সরকারি আয়-রাজস্ব প্রাপ্তির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান তাঁরা।

প্রবাসে বাংলার কথা বলে

ওয়েব নিউজ

ঢাকাকে বিরক্ত না করতে দিল্লিকে বার্তা দেবে যুক্তরাষ্ট্র

ঢাকায় সফর করবে উচ্চ পর্যায়ের মার্কিন প্রতিনিধি দল

- ওয়াশিংটন-দিল্লি বৈঠক শেষে ঢাকা যাবেন ডোনাল্ড লু
- ঢাকার সংকট উত্তরণের চাহিদা জানতে চাইবে ওয়াশিংটন
- আসতে পারে নতুন সহযোগিতার ঘোষণা

বিশেষ প্রতিবেদক, ঢাকা

মার্কিন অর্থ দপ্তরের সহকারী আন্ডার সেক্রেটারি ব্রেন্ট নেইম্যানের নেতৃত্বে মার্কিন একটি শক্তিশালী প্রতিনিধি দল শিগগিরই ঢাকা আসছে। এ দলে থাকছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লু। তবে ডোনাল্ড লু সরাসরি ওয়াশিংটন থেকে ঢাকা আসছেন না। তিনি ঢাকা আসবেন দিল্লি হয়ে। সেখানে ওয়াশিংটন-দিল্লি প্রতিরক্ষাবিষয়ক ইন্টারসেশনাল সংলাপে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করবেন তিনি। এ বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের দ্বিপক্ষীয় ইস্যুর পাশাপাশি আলোচনায় গুরুত্ব পাবে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ। এতে ঢাকাকে বিরক্ত না করার জন্য ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে দিল্লিকে বার্তা দেওয়া হবে। ঢাকা, দিল্লি এবং ওয়াশিংটনের উচ্চ পর্যায়ের কূটনৈতিক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্রগুলো জানায়, ঢাকায় ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারে গুরুত্ব দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা চাচ্ছে, বাংলাদেশ যেন ঘুরে দাঁড়ায়। তাই বাংলাদেশের বর্তমান সংকট উত্তরণের চাহিদাগুলো জানতে চাইবে ওয়াশিংটন। একই সঙ্গে বিষয়গুলোতে সামনের দিনে কীভাবে সহযোগিতা করা যায়, তা নিয়েও আলোচনা করবে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের একজন কূটনীতিক জানান, সার্বিক প্রেক্ষাপট মাথায় রেখে সাজানো হয়েছে প্রতিনিধি দল। নেইম্যান ও লু ছাড়াও এ দলে থাকছেন মার্কিন উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএআইডির এশিয়াবিষয়ক ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অঞ্জলি কৌরসহ কয়েকজন। ১৪ সেপ্টেম্বর প্রতিনিধি দলটি ঢাকায় আসবে। ১৬ সেপ্টেম্বর তাদের ঢাকা ছাড়ার কথা রয়েছে। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি হবে ওয়াশিংটন থেকে উচ্চ পর্যায়ের কোনো প্রতিনিধি দলের প্রথম বাংলাদেশ সফর। প্রতিনিধি দলটি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ১৫ সেপ্টেম্বর সকালে সাক্ষাৎ করবে। এর পাশাপাশি অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ও পররাষ্ট্র সচিব জসীম উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা একটি গণমাধ্যমকে জানান, বৈঠকে মূলত বাংলাদেশের বর্তমান সংকট মোকাবিলায় সহযোগিতার বিষয়গুলো প্রাধান্য পাবে। আসতে পারে তাৎক্ষণিক সহযোগিতার ঘোষণা। আর দীর্ঘ মেয়াদে সহযোগিতার বিষয়গুলো দলটি ওয়াশিংটন ফিরে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করবে। সফর থেকে তারা মূলত জানতে চাইবে বাংলাদেশের চাহিদাগুলো। মার্কিন প্রতিনিধি দলের সফর নিয়ে পররাষ্ট্র সচিব জসীম উদ্দিন বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর মার্কিন প্রতিনিধি দলের এ সফর প্রমাণ করে— বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্ব দেয়। দুই দেশের মধ্যে বহুমাত্রিক বিষয়ে আলোচনা হবে; কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ফরাসি উপকূল থেকে ৫৭ অভিবাসী উদ্ধার, নিখোঁজ ২

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ছোট নৌকায় ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে অনিয়মিত উপায়ে ব্রিটেনে যাওয়ার পথে ৫৭ অভিবাসীকে উত্তর ফ্রান্সের কালে উপকূল থেকে উদ্ধার করেছে ফরাসি কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনা নিখোঁজ রয়েছেন দুই অভিবাসী।
শনিবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকালে কালে অঞ্চলের বার্ক উপকূল থেকে ইংল্যান্ডে পৌঁছানোর চেষ্টা করা এসব অভিবাসীদের উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় ফরাসি প্রেফেকচুর প্রেমার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নিশ্চিত করেছে, নিখোঁজ দুই ব্যক্তিকে উদ্ধারে অভিযান চালানো হয়েছে। তবে তাদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।
মূলত ফরাসি আঞ্চলিক অপারেশনাল সার্ভিল্যান্স অ্যান্ড রেসকিউ সেন্টার (ক্রস) এবং গ্রিস-নেজ অভিবাসীদের ঝুঁকিতে পড়ার বিষয়টি প্রেফেকচুরে জানালে কর্তৃপক্ষ উদ্ধার অভিযান শুরু করেছিল।
ফরাসি জরুরি পরিষেবা উপকূল থেকে ৫৭ ব্যক্তিকে উদ্ধার ও স্থানান্তর করতে মোবাইল ইমার্জেন্সি এবং রিসাসিটেশন স্ট্রাকচার এর সহায়তা নেয়।
যদিও নৌকাটিতে অভিবাসীদের সংখ্যা ছিল আরো বেশি ছিল। নৌকায় থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে ১৫ জন উদ্ধার সহায়তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা ঝুঁকি সত্ত্বেও ইংল্যান্ডের দিকে তাদের যাত্রা অব্যাহত রেখেছিল।
এই ঘটনার চার দিন আগে ইংলিশ চ্যানেলে একটি

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ভারতের ‘র’ ও শেখ হাসিনার পরবর্তী পরিকল্পনা কী?

দ্য মিররের প্রতিবেদন

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

১৬ জুলাই যখন হাসিনা সরকার শিক্ষার্থীদের দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দেয়, তখন ধীরে ধীরে পরিস্থিতি সরকারের অনুকূলে চলে যায়। পরবর্তীতে শেখ হাসিনার বিশেষ অনুরোধ ও ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টার সরাসরি তদারকিতে বাংলাদেশে ‘র’ এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৪০০ কর্মকর্তা ঢাকায় যান। তাদের ভাষায়, আন্দোলন কাশ্মীরি কায়দায় দমন করে তারা দিল্লি ফেরেন ২৮ জুলাই।
কিন্তু পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে ‘র’ ওয়াকিবহাল ছিল না। তাদের ভাষায়, তারা সিআইএ’র কৌশলের কাছে হেরে যান ৫ আগস্ট। যদিও ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার দিল্লি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হঠাৎ করে নেওয়া নয়। ২ আগস্ট প্লান ‘সি’ এর অংশ হিসেবে এই পরিকল্পনা করে রাখে হাসিনা ও ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিদ ডোভাল। উল্লেখ্য, ভারত দক্ষিণ এশিয়াকে তার নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অঞ্চল হিসেবে দেখে, ফলে এসব দেশের ব্যাপারে নিরাপত্তা উপদেষ্টার একটা হস্তক্ষেপ থাকে।
‘র’ ৫ আগস্টের পর ১০ আগস্ট সংখ্যালঘুদের সমাবেশের আড়ালে একটি প্রতিবিপ্লব করার পরিকল্পনা করে। তার জন্য বিপুল সংখ্যক ভারতীয় সাংবাদিকও সেদিন ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন। সেটি ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় ক্যু পরিকল্পনা করা হয় ১৫ আগস্ট। সেটিও ব্যর্থ হয়। তবে সম্প্রতি দেশে যে আনসার বিদ্রোহের পরিকল্পনা হয়, তা আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ। তার সাথে ‘র’ এর সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পায়নি দ্য মিরর এশিয়া।
ভারতের পরবর্তী পরিকল্পনা কী হতে পারে, তা নিয়ে গেল এক সপ্তাহ ধরে অনুসন্ধান করেছে দ্য মিরর এশিয়া। সম্প্রতি হাসিনাকে সাউথ দিল্লির একটি সরকারি আবাসিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তবে অন্য একটি সূত্র বলছে, হাসিনা বর্তমানে ভারতের অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টিলিজেন্স ব্যুরোর (আইবি) সুরক্ষিত একটি ভবনে থাকছেন। অতি সম্প্রতি ভারতের ডজনখানেক হাই-প্রোফাইল মিটিং হয়েছে তার সাথে। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও ‘র’ প্রধান নিজে শেখ হাসিনার দেখভাল করছেন এবং তার সাথে প্রায়ই বৈঠক করছেন। মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য হাসিনার সাথে নিয়মিত সাক্ষাৎ করছে তার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলও। নিয়মিত যোগব্যায়ামও করছেন হাসিনা। হাসিনার নতুন বাসভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও তার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা নিয়োগ দেখে দিল্লিতে কর্মরত এক বাঙালি সাংবাদিক দ্য মিরর এশিয়াকে বলেছেন, হাসিনা দিল্লিতে দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকবেন।
দ্য মিরর এশিয়া নজর রাখছে হাসিনা ও ভারতের পরবর্তী পরিকল্পনার দিকে। এজন্য বাংলাদেশের ওপর নজর রাখেন এমন দুই সাংবাদিক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক কর্মকর্তা, দুজন থিংক ট্যাংকের গবেষক ও সিক্রেট সার্ভিসের একজনের সাথেও কথা বলেছে দ্য মিরর।
জানা গেছে, ভারত এই মুহূর্তে দুই নৌকায় পা রেখে চলতে চায়। প্রথমত, ঢাকার নতুন সরকার ও আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের গতিবিধি নজরদারি করা হচ্ছে। অন্যদিকে, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য কূটনীতিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এদিকে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একটি সূত্র বলছে, তারা জামায়াতে ইসলামীর সাথেও আলোচনা করতে রাজি। তবে জামায়াতের জন্য আলোচনার ‘দরজা’ খুলতে চান না তারা, ‘জানালা’ খুলতে চায়। যেমনটা বলছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক কর্মকর্তা।
জানা গেছে, আপাতত দুটি প্রোজেক্ট দেওয়া হয়েছে। প্রথম প্রোজেক্ট ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর। এই প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হলো ইউনূস সরকারের ওপর ভর করেছে শিবির, হেফাজত ও হিযবুত তাহরির- বামপন্থিদের মাধ্যমে এই বয়ান হাজির করানো। সেই সাথে হেফাজত ইসলামের একটি অংশ, যার সাথে ‘র’ এর দীর্ঘদিনের যোগাযোগ, তাদের বোঝানো হচ্ছে ‘ড. ইউনূস সুদখোর, তিনি মার্কিন এজেন্ট, কোনভাবে একজন ভালো মুসলিম নন। বেশ কিছুদিন গেলে এই সরকার সমকামীদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে পারে’। এই গ্রুপকে জামায়াতের সাথে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর ঐক্যে না যাওয়ার জন্যও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

বিপ্লবী কবি সোহেলের দু’টি বই নিয়ে আলোচনা সভা

বদরুল বিন আফরোজ

প্যারিসে বিপ্লবী কবি সোহেলের ‘সম্ভবের ডানা’ ও ‘দাবানল’ বইয়ের পিছনের গল্পের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৮ সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় প্যারিসের একটি অভিজাত হল রুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আয়ারল্যান্ডে কর্মরত চিকিৎসক, আন্তর্জাতিক কলামিস্ট ডা. জিন্নুরাইন জায়গিরদার ও প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস যুক্তরাজ্য’র সভাপতি, ৩ নং ফুলবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এমদাদ হুসেন টিপু।আয়োজক সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস BASK ফ্রান্সের উপদেষ্টা সেলিম আহমদের সভাপতিত্বে, সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি সাংবাদিক তাজ উদ্দিন ও সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক ময়নুল হকের যৌথ পরিচালনায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ ক্বারী রাজু আহমদ।
আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারন সম্পাদক নজমুল হক, কবির পরিচিতি তোলে ধরেন প্রবীন কথা সাহিত্যিক মনির কাদের।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

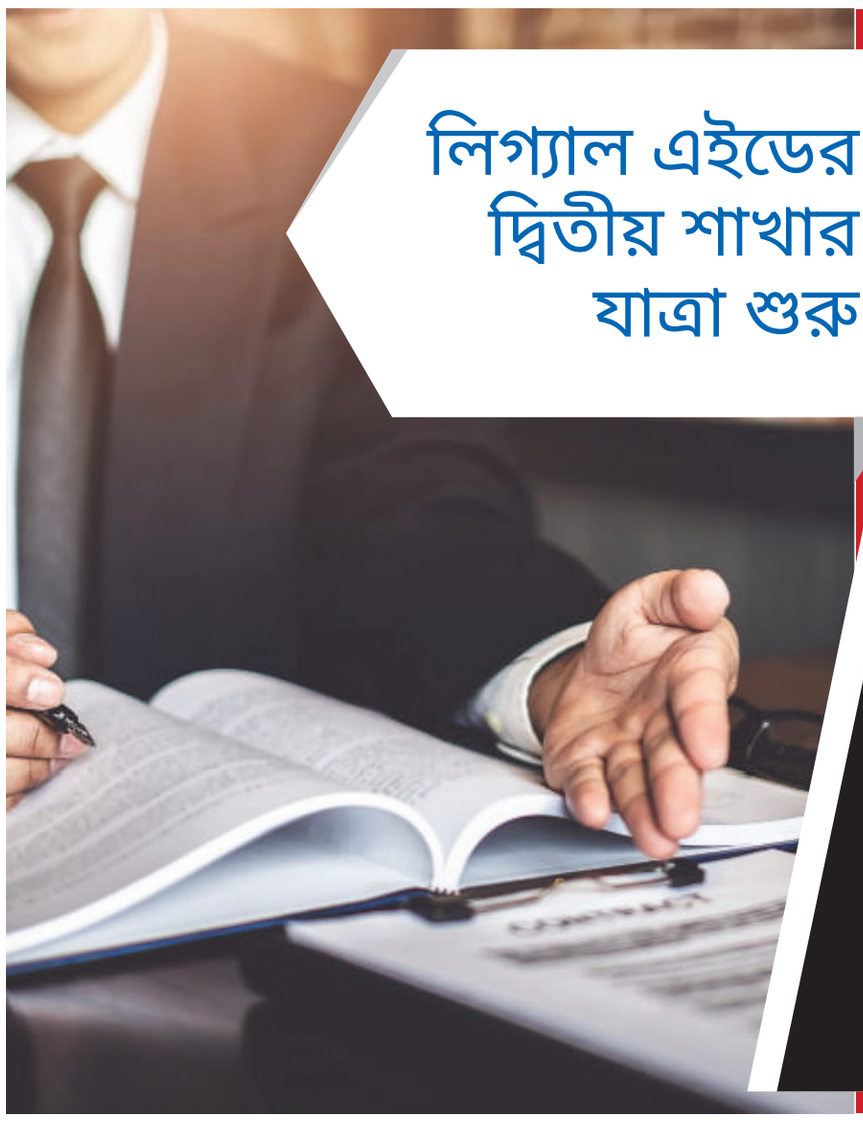

লিগ্যাল এইডের দ্বিতীয় শাখার যাত্রা শুরু

ফ্রান্সে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশীয় অধিবাসীদের যাবতীয় প্রশাসনিক কাজের সহায়তা প্রধান লক্ষ্যে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Legal Aid FRANCE

12 Rue Laperouse,Pantin France 93500
legalaidfrance@gmail.com
09 80 46 43 60

গুণগত মানের শতভাগ নিশ্চয়তা

সুলভ মূল্যে ইতালি, তুর্কি থেকে সরাসরি আমদানিকৃত দৃষ্টি নন্দন, খাট, আলমারি, ওয়ারড্রব, ড্রেসিং টেবিল, ডাইনিং টেবিল, সোফা , ম্যাট্রেসসহ প্রয়োজনীয় সকল বাহারি ডিজাইনের ফার্নিচার।

bdmeubles

86 Boulevard Félix Faure, 93300 Aubervilliers
Paiement facilités 3x 4x, Fois Sans, Frais
0753335144 www.bdmeubles.fr

প্রকাশক : **এম এ আজাদ**, সম্পাদক : **বদরুল বিন আফরোজ**। প্রকাশক কর্তৃক 153 rue des cites 93300 Aubervilliers থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।
ইমেইল : webnewsprint@gmail.com. ফোন নাম্বার : 01 88 50 43 38. ওয়েবসাইট : www.webnews24.fr